চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 149 Monday, 29 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৪৯ সংখ্যা ❋ ১৬ বৈশাখ, ১৪৩১ সোমবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সোমবার আমেঠিতে নিজের মনোনয়ন জমা দেবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানি। রামলালার দর্শনে অযোধ্যায় যাচ্ছেন স্মৃতি।...বিস্তারিত পাতা ২

নিউবারাকপুর থানার অফিসার পার্থ দাস একজন বৃদ্ধকে অচৈতন্য অবস্থায় বাশঁতলা মেড প্লস ওষুধের দোকানের সামনে উদ্ধার করেন।..বিস্তারিত পাত্র ৩

রবিবার রোহানিয়া থানা এলাকার মোহনসরাই মোড়ের কাছে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে পাথর বোঝাই একটি ট্রলারের সংঘর্ষে এক ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়।..বিস্তারিত পাতা ৭

মেজর লিগ সকারের ম্যাচে রবিবার সকালে নিউ ইংল্যান্ডকে তাদের মাঠেই ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় ইন্টার মায়ামি। সবকটি গোলেই অবদান রাখেন মেসি।...বিস্তারিত পাতা ৮

শাঁখা-পলার মাহাত্ম্য জানেন?

নির্বাচনী প্রচারে 'মঙ্গলসূত্র' বিতর্কে মোদিকে প্রশ্ন মমতার

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২৮ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নেতা-মন্ত্রীদের বাকযুদ্ধ নতুন নয়। কেউ কোনও মন্তব্য করলে, বিরোধী পক্ষ সপাট জবাবে তাঁকে ঘায়েল করার অস্ত্র তুলে নেবেন, সেটাই স্বাভাবিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী বক্তব্যের পালটা দিতে পিছপা হচ্ছেন না বিরোধী দলের কোনও নেতাই। এবার প্রধানমন্ত্রীর তেমনই এক বিতর্কিত মন্তব্যের পাল্টা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলসূত্র মন্তব্য নিয়ে মমতার পালটা প্রশ্ন, শাঁখা-পলার মাহাত্ম্য জানেন? ওসব কী জানেন?বাকযুদ্ধের সূত্রপাত সপ্তাহখানেক আগে। রাজস্থানের এক নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য ছিল, সরকারে থাকাকালীন কংগ্রেস বলেছিল দেশের সম্পদের উপর মুসলিমদের অধিকার সকলের আগে। অর্থা দেশের সম্পদ বন্টন করা হবে তাদের মধ্যে, যাদের পরিবারে বেশি সন্তান রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে দেশের সম্পদ। কংগ্রেসের ইস্তেহারেই বলা হয়েছে, মা-বোনদের সোনার গয়নার হিসেব করে সেই সম্পদ বিতরণ করা হবে। মনমোহন সিংয়ের সরকার তো বলেই দিয়েছে, দেশের সম্পদে অধিকার মুসলিমদেরই। আপনাদের মঙ্গলসূত্রটাও বাদ দেবে না। তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে আগেই বিরোধী শিবিরে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

রবিবার মালদহ দক্ষিণের সুজাপুরের দলীয় প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের প্রচারে জনসভা থেকে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, শাঁখা-পলা কী জানেন? এসব বাদ দেওয়া নিয়ে কথা বলছেন? কোনওদিন জানেন এসবের মাহাত্ম্য? উনি যা বলেছেন, আমি তা উচ্চারণ করতে চাই না। আমি ওসবে বিশ্বাসও করি না। কিন্তু আমি যতদিন থাকব, ততদিন ঐক্য, শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যাব। আমার কাছে সতী-সাবিত্রী-সীতা আর জাহানারা-রোশেনারার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দীর্ঘদিন ধরেই সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনির দেখা নেই এলাকায়। যা নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন স্থানীয়রা। রবিবার সুজাপুরের প্রচারসভা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, সুজাপুরটা আমিই দেখব। মালদহ দক্ষিণের সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনি। ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানও তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই সুজাপুরে অনুপস্থিত তিনি। এলাকায় তাঁর দেখা মেলে না বলেই দাবি। তা নিয়ে এর আগে বিস্তর জলঘোলাও হয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী আগেও আবদুল গনির ভূমিকায় উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন। তার পর দীর্ঘদিন পেরিয়েছে। কিন্তু বিধায়কের আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়নি। সেখানেই এলাকায় বিধায়কের অনুপস্থিতি নিয়েই কার্যত বিরক্ত প্রকাশ করলেন তিনি। আমজনতার কাছে ক্ষমা চেয়ে সুজাপুর নিজে দেখবেন বলে আশ্বাস দিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এতে খুশি স্থানীয়রা। তাঁদের আশা, এবার সমস্যা মিটবে। প্রসঙ্গত, এদিনের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে নিশানা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত খবর

বিজেপি-বিজেডির সমঝোতা হয়ে গিয়েছেঃ রাহুল

কেন্দ্রপাড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ রবিবার ওড়িশায় নির্বাচনী প্রচারে এসে একযোগে বিজেপি এবং বিজেডিকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এই দুজন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে কিন্তু আসলে এদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েককে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, বাইরে থেকে তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন যেন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কাজ করছেন। কিন্তু আসলে তিনি বিজেপির কথামত কাজ করছেন। এখানকার মানুষদের বোকা বানিয়ে লুঠ করছে এই দুই দল।

এএপি-র আওয়াজ ''জেল কা জবাব ভোট সে''

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমর্থনে রবিবার ওয়াকাথনের আয়োজন করলো আম আদমি পার্টি। এএপি নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, আমরা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে ''জেল কা জওয়াব ভোট সে'' নামে দিল্লিতে একটি প্রচার চালাচ্ছি। আমাদের যুব শাখা ওয়াকাথনের আয়োজন করেছে। সেখানে ''জেল কা জওয়াব ভোট সে'', এটাই আমরা প্রচার করছি। এছাড়া আমরা এখানে একটা ওয়াশিং মেশিন লাগিয়েছি, এটা বিজেপির সেই ওয়াশিং মেশিন। এই মেশিনে কোনো দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদকে ঢুকিয়ে দিলে সে নির্দোষ হয়ে যায় বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। এদিকে আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সোমবার সেই মামলার শুনানি। জানা গেছে, সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে হবে এই মামলার শুনানি। কেজরিওয়াল আগেই জানিয়েছিলেন গ্রেফতারি নিয়ে তিনি শীর্ষ আদালতে যাবেন। কেজরিওয়াল বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে যেভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তা নিয়ম বিরুদ্ধ। ইডিকে ব্যবহার করে কেন্দ্রের সরকার ভোটের আগে তাঁকে জেলে ভরেছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন কেজরিওয়াল। সেই মামলার শুনানী আজ।

ওরা সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করার কথা বলে', 'মেরুকরণ' অস্ত্র মোদির

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ভারতের ভোট কার্যত শেষ। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নির্বাচন পুরোদমে শুরু হতেই পুরনো ফর্মে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ধর্মীয় মেরুকরণের যে চেষ্টা তিনি শুরু করেছেন রাজস্থান থেকে, সেটাই এবার আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন মহারাষ্ট্রে। ইন্ডিয়া জোটকে কটাক্ষ করে সাফ বলে দিলেন, ওরা সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করার কথা বলে। সনাতন ধর্মকে অপমান করে। ২০২৩ সালের শেষের দিকে সনাতন ধর্ম নিয়ে একটি বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। 'সনাতন অ্যাবলিশন কনফারেন্সে' যোগ দিয়ে তিনি বলে বসেন, কিছু জিনিসের প্রতিবাদ করা যায় না। সেগুলির অবলুপ্ত ঘটানো দরকার। আমরা ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়া কিংবা করোনার বিরোধিতা করি না। আমরা সেটা নির্মূল করি। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতন ধর্মকে অবলুপ্ত করতে হবে। 'সনাতন শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। এটা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে ভোট চলাকালীন মোদি এই বিষয়টি সেভাবে তোলেননি। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই উদয়নিধি স্ট্যালিনের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের সভা থেকে মোদি বললেন, ডিএমকে, যারা কিনা কংগ্রেসের প্রিয়পাত্র, তাঁরা আজ সনাতন ধর্মকে অপমান করছে। ওরা সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছে। সেই ডিএমকেকে এই ইন্ডি জোটের লোকজন মহারাষ্ট্রে ডেকে এনে সম্মান দেয়। যারা সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করার কথা বলে, সনাতন ধর্মের অপমান করে, এরা তাঁদের সম্মান দেয়। আজ বালাসাহেব বেঁচে থাকলে এদের উপর নিশ্চয়ই রাগ করতেন। মোদির দাবি, প্রথম দুদফার ভোটেই দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে বিজেপি এবং এনডিএ। ফুটবলের ভাষা ধার করে নিয়ে মোদি বললেন, প্রথম দুদফায় আমরা ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

হাফ করেছি ২১-এ, সাফ করব ২৪-এ! মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রাক্তন' করার হুঙ্কার শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৮ এপ্রিলঃ ভোটের প্রচারে বিজেপি ৪০০ আসন পার করার দাবি করেছে। বাংলাতেও যে বড় রকমের বদল তাঁরা ঘটাতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তবে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কোনও সম্ভাবনার কথা বলছেন না। বরং স্পষ্ট দাবি করছেন, ২০২৪ সালে বাংলা থেকে সাফ হয়ে যাবে তৃণমূল! রবিবার কাঁথির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। ২১-এর বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে সম্মুখসমরে হয়েছিলেন মমতা-শুভেন্দু। সেই আসনে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী। যদিও তাঁর সেই জয় নিয়ে বিতর্ক এখনও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করে, লোডশেডিং করে প্রতারণার সাহায্যে জিতেছিলেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা অবশ্য সেসবে পাত্তা না দিয়ে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শুভেন্দুর কথায়, ''হাফ করেছি ২১-এ, সাফ করব ২৪-এ। আর আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ঠগিকে (পড়ুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রাক্তন করে ছাড়ব।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলে আসছেন তিনি রাজ্যে এনআরসি-সিএএ চালু হতে দেবেন না। বিজেপি সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। এই দাবি পুরোপুরি মিথ্যে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর পাল্টা বক্তব্য, ''১৮টা রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে। কাকে তাড়িয়েছে? ২০ কোটি সংখ্যালঘু দেশে। মোদিজির সব প্রকল্প ভারতবাসীর জন্য, শুধু হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য নয়।'' শুভেন্দুর কটাক্ষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যে ছাড়া কোনও কথাই বলেন না। দেশের স্বার্থে মানুষ যাতে বিজেপিকে ভোট দেন, রবিবারের সভা থেকে পারতপক্ষে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, বিজেপি লড়ছে ৫৪৩ আসনে। আর বাংলার তৃণমূল সব মিলিয়ে লড়ছে ৪৫ আসনে। মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে বিরোধী নেতার সংযোজন, ''বেল পাকলে কাকের কী? দেশের ভোটে তৃণমূলের কী? আগের দলের লোকেরা বলত বাংলার মেয়েকে প্রধানমন্ত্রী চাই। এখন সেটাও বলে না। রাজস্থান, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্রদেশে গোহারান হারের পর মুখেও আনে না এইসব কথা।''

ঝুলে রইল আমেঠি-রায়বরেলির ভাগ্য, রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে বোঝানোর ভার খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ আমেঠি এবং রায়বরেলি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রার্থী ঘোষণা করলেও কংগ্রেস ও গান্ধী পরিবারের মনের মণিকোঠায় থাকা দুই কেন্দ্র নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। শনিবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে উত্তরপ্রদেশের হেভিওয়েট দুই কেন্দ্র নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বস্তুত ওই দুই কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। শনিবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে রাহুল বা প্রিয়াঙ্কা ছিলেন না। ছিলেন সোনিয়া গান্ধী। ওই বৈঠকে নির্বাচন কমিটির সব সদস্যই জোরালোভাবে দাবি করেন, আমেঠি এবং রায়বরেলির মতো কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়া উচিত গান্ধীদেরই। শোনা যাচ্ছে, রাহুলকে আমেঠি থেকে এবং প্রিয়াঙ্কাকে রায়বরেলি প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে রাজি করার ভার গিয়ে বর্তেছে মল্লিকার্জুন খাড়গের উপর।

নির্বাচন কমিটির সদস্যরা তাঁকেই গান্ধীদের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। ' আমেঠি ও রায়বরেলিতে গান্ধী পরিবারের প্রার্থী হলে জয় নিশ্চিত।' ভোটকুশলী সুনীল কানুগোলু ইতিমধ্যেই রিপোর্ট দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও রাহুল বা প্রিয়াঙ্কা এখনও মন খুলে ওই দুই কেন্দ্রে লড়াই করার ব্যাপারে রাজি হননি। তাও কংগ্রেস নেতারা চাইছেন। ২০১৯-এ রাহুল আমেঠি থেকে হেরেছেন, সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে রায়বরেলিতে রাহুল এবং আমেঠিতে স্মৃতি ইরানির বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কাকে প্রার্থী করার কথাও ভাবা হয়েছে। তবে সবটাই এখন নির্ভর করছে গান্ধীদের নিজেদের ইচ্ছার উপর। এক বিস্ফোরক অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সামান্য একটা আসনে জিততে নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন পিএফআইয়ের সাহায্য নিচ্ছেন রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ওয়ানড়ে নিজের কেন্দ্রে ভোটে জিততেও রাহুলকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এই সংগঠনটিকে বিজেপিই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। নেতাদের জেলে ভরেছিল।

'বাকি ৪১ কেন্দ্র আমি দেখব'

'ডায়মন্ড হারবারের দায়িত্ব নিন আপনারা'

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২৮ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২ কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হাইভোল্টেজ আসন নিঃসন্দেহে ডায়মন্ড হারবার। এখান থেকে তৃতীয়বারের জন্য ঘাসফুলের প্রার্থী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ৪২ টি কেন্দ্রেই ঘুরে ঘুরে প্রচার করছেন। তবে রবিবার নিজের কেন্দ্র থেকে শুরু করলেন ভোটপ্রচার। আর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতগাছিয়ার জনসভা থেকে বড় কথা বললেন বিদায়ী সাংসদ। তাঁর কথায়, ডায়মন্ড হারবার আপনারা দেখুন, বাকি ৪১ কেন্দ্রের দায়িত্ব আমার। সংসদীয় রাজনীতির শুরু থেকেই ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক নিবিড়। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে লড়াই করে দুবার সাংসদ হয়েছেন তিনি। চব্বিশের লোকসভা ভোটে তৃতীয়বারও তাঁর কাছে সংসদে যাওয়ার সুযোগ এই কেন্দ্র থেকেই। গত ১০ মার্চ ব্রিগেডের মাঠে 'মহাগর্জন সভা' থেকে তৃণমূল ৪২ কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকেই অভিষেকও ডায়মন্ড হারবারের প্রচার কৌশল স্থির করেছেন। আমতলায় জেলা দলীয় কার্যালয় টানা তিনদিন কর্মিসভা করে নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রার্থী। রবিবার তিনি জনসভার মধ্যে দিয়ে শুরু করলেন ভোটের প্রচার। সাতগাছিয়ার জনসভায় বক্তব্যের শুরুতেই বললেন, ভোট চাইতে নয়, পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমাদের এখানে ভোট সবশেষে, ১ জুন। তার আগে আমি মনোনয়ন দেব। কিন্তু মনোনয়ন দেওয়ার আগে যদি আপনাদের আশীর্বাদ না পাই, তাহলে পরিপূর্ণ হবে না। তাই আপনাদের কাছে এলাম। এর পরও বললেন, আমি ৪১ কেন্দ্রে দলের সৈনিক হয়ে লড়ছি। আপনারা ডায়মন্ড হারবারের সৈনিক হয়ে লড়াই করুন। আর নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়ে দিন। ৪ জুন যেদিন ভোটবাক্স খোলা হবে, সেদিন কাস্তে-হাতুড়ি আর পদ্মফুলের লোকজন চোখে সরষেফুল দেখবে। আপনাদের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক সরাসরি, মাঝে কেউ নেই। আমি আপনাদের ঘরের ছেলে।

ভোটের আগে রক্তাক্ত কলকাতা, পিটিয়ে খুন এক তৃণমূল কর্মীকে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ কলকাতায় তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে বাগুইআটির অর্জুনপুর পশ্চিমপাড়ায়। অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে অশান্তি বাঁধে। তার পরই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে যায়। বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। ১৩ জনকে আটক করা হয়েছে। আইন আইনের পথে চলবে, দোষীদের রেয়াত করা হবে না, বলছে তৃণমূল। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে .ওঠে অর্জুনপুরের পশ্চিম পাড়া। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দফায়-দফায় সংঘর্ষ বাঁধে। চলে ইটবৃষ্টি। এই ঘটনায় আহত হয় বেশ কয়েকজন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে কিছুটা শান্ত হয় এলাকা। অভিযোগ, রাতে পুনরায় এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে সংঘর্ষ বাঁধে। এর পরেই সঞ্জীব দাস ওরফে পটলা ইটের আঘাতে আহত হন। তার পরে তাঁকে টেনে নিয়ে এসে রাস্তায় ফেলে রড, লাঠি, ইট দিয়ে

মাথায় আঘাত করা হয় পরিবারের অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাগুইআটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থানীয়রা। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হলে পুলিশকে র‍্যাফ নামতে হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশি আশ্বাসে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। যদিও চাপা উত্তেজনায় রয়েছে এলাকায়। আজ সকালেও এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূলের অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী অরূপ চক্রবর্তী বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। দোষীদের রেয়াত করা হবে না। এধরনের ঘটনা দল সমর্থন করে না। তবে তৃণমূলে একটাই গোষ্ঠী, যার প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর কোনও গোষ্ঠী নেই। তাঁর আরও সংযোজন, বাগুইআটি, জ্যাংড়া, হাতিয়ারা এলাকায় বিজেপি মাথাচারা দিয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে, কেউ এটা করিয়েছে কিনা, তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন পুলিশের।

পুরুলিয়াকেও টেক্কা দিল বারাকপুর! মে মাসে আর চড়বে পারদ, সব জেলায় লাল সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রচন্ড দাবদাহে জ্বলছে গোটা দক্ষিণবঙ্গ। বাদ যাচ্ছে না উত্তর-ও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছেন, মে মাসের শুরুতেও চলবে দাবদাহ। দক্ষিণের জেলাগুলিতে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে পার্বত্য তিন জেলায় .আজ, রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা, প্রয়োজন ছাড়া সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত রোদে বেরবেন না।এপ্রিল মাস শেষ হতে এল কালবৈশাখীর দেখা নেই। শনিবার ফের কলকাতার পারদ ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছোঁয়। বৃহস্পতিবার কলকাতার পারদ ৪১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠেছিল। শুক্রবার পারদ প্রায় দু ডিগ্রি কমে ৩৯.৭ ডিগ্রিতে ঠেকেছিল। আলিপুরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে এপ্রিলে টানা পাঁচদিন শহরের পারদ ৪০ ডিগ্রির উপরে ছিল। সেখানে এবছর এপ্রিলে তিনদিন একটানা তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রির উপরে। শনিবার মহানগরে তাপমাত্রা বেড়ে ৪১.১ ডিগ্রিতে পৌঁছে যায়। সঙ্গে ছিল তাপপ্রবাহ। বিকেল পাঁচটাতে গরম হলকা হাওয়া

চলতে থাকে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতেও একই অবস্থা। আসানসোল, পুরুলিয়ার থেকেও এদিন বারাকপুরে গরম বেশি ছিল। বেলা বাড়তেই তীব্র তাপপ্রবাহ চলতে থাকে। এদিন বারাকপুরে তাপমাত্রা ছিল ৪৩ ডিগ্রি। পুরুলিয়া, আসানসোল ছিল ৪২ ডিগ্রির ঘরে। হাওয়া অফিস বলছে, দক্ষিণবঙ্গে আরও ১-২ ডিগ্রি সেলসিযাস বাড়বে তাপমাত্রা। মে মাসের শুরুতেও চলবে তাপপ্রবাহের স্পেল। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা। অতি তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা রয়েছে ৭ জেলায়- পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়ায়। লু বইতে পারে। কলকাতা-সহ উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে দুপুরে লু-এর পরিস্থিতি তৈরি হবে। বাকি সময়ে .গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। উত্তরবঙ্গে তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়বে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়েও বাড়বে তাপমাত্রা। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া পাহাড় সংলগ্ন তিন জেলায়। নিচের দিকের জেলা-মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। কোচবিহার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বাড়বে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তবে রবিবার, আজ রবিবারে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির এবং ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় হতে পারে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

মাদক সহ পাক নৌকা আটক

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই সীমান্তে ধরা পড়ল মাদকবোঝাই পাকিস্তানি নৌকা। রবিবার ৬০০ কোটি টাকার মাদকবোঝাই পাক নৌকাটি আটক করা হয়েছে গুজরাটের পোরবন্দর থেকে। নৌকায় থাকা ১৪ পাকিস্তানিকেও আটক করেছে সন্ত্রাসদমন শাখা ও এনসিবির যৌথ বাহিনী। জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটের আবহে ভারতে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের চেষ্টা চলছে বলে খবর ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। সেই সূত্র ধরেই শনিবার রাত থেকে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি। উপকূলরক্ষা বাহিনীর বিশেষ নজরদারি জাহাজ ও বিমান নিয়ে গুজরাটের বিরাট এলাকাজুড়ে তল্লাশি শুরু হয়। অবশেষে রবিবার দুপুরে পাকিস্তানি নৌকাটি ধরা পড়ে। যদিও একাধিকবার নজরদারি এড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল নৌকাটি। গোটা অভিযান নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে উপকূলরক্ষা বাহিনী। সেখানেই জানানো হয়, সবমিলিয়ে মোট ৮৬ কেজি মাদক উদ্ধার হয়েছে ওই নৌকা থেকে।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,২৮ এপ্রিলঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিত্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহণ করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই যে হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরে আমরা উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্ক ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দূরদৃষ্টির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা অরবিন্দর সিং লাভলির

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিলঃ দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অরবিন্দর সিং লাভলি। শনিবার তিনি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠান। রবিবার তা প্রকাশ্যে এসেছে।পদত্যাগপত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে তাঁর ক্ষোভ। তিনি লিখেছেন, কংগ্রেসের দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোটের বিরুদ্ধে ছিল। কারণ, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লাগাতার মিথ্যা প্রচার চালিয়েছে এএপি। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন ইন্ডি জোটে আম আদমি পার্টিকে স্থান দিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অরবিন্দর সিং লাভলি।

এসপির জেলা উপাধ্যক্ষ মনোনীত হলেন উমাকান্ত যাদব

লখনউ, ২৮ এপ্রিল ঃ সমাজবাদী পার্টির জেলা উপাধ্যক্ষ হিসেবে উমাকান্ত যাদবকে মনোনীত করা হয়েছে। রবিবার এই তথ্য জানা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবং কর্মীদের একত্রিত করতে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে সমাজবাদী পার্টি। এরই অংশ হিসেবে নির্বাচনের সময়, চিত্রকূটে সংগঠন বিস্তৃত করেছেন এসপির প্রদেশ অধ্যক্ষ নরেশ উত্তম প্যাটেল। তিনি উমাকান্ত যাদবকে চিত্রকূট জেলার জেলা উপাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত করেছেন।উমাকান্তকে দায়িত্ব তুলে দিয়ে নির্বাচনে জয়ের পথে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বারাণসীর হাইওয়েতে একটি ট্রলারের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত ১

বারাণসী, ২৮ এপ্রিল ঃ বারাণসীর হাইওয়েতে একটি ট্রলারের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোররাতে রোহানিয়া থানা এলাকার মোহনসরাই মোড়ের কাছে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে পাথর বোঝাই একটি ট্রলারের সংঘর্ষে এক ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রলার চালক ঘটনাস্থলেই গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকে আটকে পড়া চালককে উদ্ধার করে ট্রমা সেন্টারে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসক চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপি কখনই এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণ সরাতে দেবে নাঃ অমিত শাহ

এটাওয়া, ২৮ এপ্রিল ঃবিজেপি কখনই এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণ সরাতে দেবে না, এই মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি রবিবার উত্তর প্রদেশের এটাওয়ায় একটি জনসভায় ভাষণে একথা বলেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন যে বিজেপি দেশ থেকে এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণের অবসান ঘটাতে চায়। শাহ রবিবার এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন।বিজেপি প্রার্থী রাজবীর সিং রাজু ভাইয়া এর সমর্থনে এটাওয়ায় আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ আরও বলেন যে, নরেন্দ্র মোদী প্রতিটি দরিদ্রের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর কাজ করেছেন। ভাষণে তিনি ইন্ডি জোটকেও কড়া নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের দুই দফায় বিরোধী দলগুলোর জোট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই জোটের প্রধান দল এসপি একটি আসনও পাবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি রাজু ভাইয়াকে সাংসদ বানাতে জনগণের কাছে আবেদন জানান। তিনি এদিন আরও বলেন, এখন আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে রাম মন্দির তৈরি করেছেন তাদের ভোট দেবেন নাকি যারা রাম ভক্তদের উপর গুলি চালিয়েছেন তাদের জয়ী করবেন। কংগ্রেস এবং এসপি রাম মন্দির নির্মাণকে আটকে রেখেছিল। সেখানে রামলালার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, এই কথাও এদিন উল্লেখ করেন অমিত শাহ।

কলকাতায় জঙ্গি গতিবিধি নজরে জোর লালবাজারের,বিশেষ পোর্টাল চালুর ভাবনা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে অভিযুক্ত আবদুল মতিন তহা এবং মুসাভির হুসেন সাজিদ কলকাতায় ১৯ দিন একের পর হোটেলে গা ঢাকা দিলেও সে কথা জানতে পারেনি কলকাতা পুলিশ। স্বাভাবিক কারণেই শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুলিশ প্রশ্নের মুখে পড়ে। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কলকাতা শহরে থাকা সব হোটেল এবং অতিথিশালায় পুলিশের নজরদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার।কলকাতা বা রাজ্যের কোনও জায়গার হোটেলে বিদেশের নাগরিকরা থাকতে চাইলে রেজিস্টার খাতায় নাম এন্ট্রি করার সময়ই হোটেল কর্তৃপক্ষ তরফে সংশ্লিষ্ট অতিথিকে পুলিশের দেওয়া 'ফর্ম' পূরণ করানো হয়। এটা বাধ্যতামূলক। হোটেল দিকে সেই তথ্য পৌঁছে যায় থানায়। উদ্দেশ্য একটাই, বিদেশে কেউ কোনও অপরাধ করে এরাজ্যে গা ঢাকা দিতে চাইলে তা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের নজরে চলে আসে। কিন্তু দেশের যেকোনও প্রান্ত থেকে যে কেউ কলকাতা বা জেলা শহরের হোটেলে উঠলে এতদিন এই ধরনের কোনও ফর্ম পূরণ করতে হত না।তবে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশি নাগরিকদের মতো এদেশের বাসিন্দাদের হোটেলে থাকতে হলে এই ধরনের ফর্ম পূরণ করতে হতে পারে। লালবাজার সূত্রের খবর, এজন্য একটি বিশেষ পোর্টাল চালুর ভাবনা চিন্তা চলছে। ফলে দেশের কোনও প্রান্তে অপরাধ ঘটিয়ে কলকাতা বা রাজ্যের অন্যত্র হোটেলে কেউ গা ঢাকা দিতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তা পুলিশের নজরে চলে আসবে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা আগে থেকেই চলছিল। তবে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার পর এ ব্যাপারে তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।সূত্রের খবর, রাজ্যের কলকাতায় শেক্সপিয়ার সরণি এলাকার একটি হোটেলে উঠেছিলেন। অভিযোগ অভিযুক্ত পাশাপাশি, আগামী দুই মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।বাম আমলে প্রাথমিক নিয়োগের নতুন প্যানেলের গণ্ডগোলের অভিযোগ ছিল। নতুন প্যানেলের স্বজনপোষণ ও অযোগ্য প্রার্থীদের প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত-সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। যা নিয়ে, মামলা দায়ের হয়।হাই কোর্টে। উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগে বঞ্চিত হন ৮০০ চাকরিপ্রার্থী। বৃহস্পতিবারের এই সংক্রান্ত মামলায় দুর্নীতির কথা স্বীকার করে নেন

তৃণমূলের আইনজীবী রবিলাল মৈত্র, দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনুপম মুখোপাধ্যায় ও রাজীবলাল মৈত্র জানান, সব জেলার ক্ষেত্রে আদালত আগেই নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে এবার উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রেও বঞ্চিতদের নিয়োগ দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাঁদের দাবি, এই প্রার্থীরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছিলেন।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর পিএ-র মোবাইল নম্বরও জোগাড় করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, অভিযোগের আগুসম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন রাজারাম। তারপরই নাকি অভিযোগের বাড়ির সামনে থেকে ঘুরে যান তিনি।প্রসঙ্গত, এই দুটি ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা কলকাতার হোটেলে উঠলেও পুলিশের কাছে এই বিষয়ে সেই সময় কোনও তথ্যই ছিল না। সূত্রের দাবি, সে কারণেই এবার থেকে হোটেলগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর ভাবনাচিন্তা চলছে। সেই সূত্রেই নয়া পোর্টালের পরিকল্পনা।

২ মাসের মধ্যে বাম আমলের আটশোর বেশি প্রার্থীকে চাকরি নিয়োগের নির্দেশ কোর্টের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রাথমিক ২০০৯-এ উত্তর ২৪ পরগনার পরীক্ষার্থীদের নিয়োগের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা। বৃহস্পতিবার তিনি দুই মাসের মধ্যে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। চাকরি পেতে চলেছেন ৮০০ পরীক্ষার্থী, যাঁরা গতকাল পর্যন্তও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।২০০৯-এ প্রাথমিকের নিয়োগে উত্তর ২৪ পরগনায় নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, তা স্বীকার করল উত্তর ২৪ পরগনা প্রাইমারি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। আদালতের নির্দেশে, ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত যারা আবেদন করেছিলেন তাঁদেরকেও ওই নিয়োগে তালিকায় আনা হবে। উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। এ কথা শুনে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, আপনারা কী চান? তদন্ত হোক? নাকি বোর্ড চাকরি দেবে? সংসদের তরফে বলা হয়, আমরা চাকরি দিতে প্রস্তুত।আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সেসময় ২০০৯ সালে প্রাথমিকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তার ভিত্তিতে ২০১০ সালে পরীক্ষা হয়। পরে এক বছরের মধ্যে বেশিরভাগ জেলার নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও চারটি জেলায় নিয়োগ হয়নি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও মালদহ ছিল তালিকায়। একে একে আদালতের নির্দেশে বাকি জেলার নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে গেলেও বাকি ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এদিন সেই নিয়োগে শুরুর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী রবিলাল মৈত্র, দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনুপম মুখোপাধ্যায় ও রাজীবলাল মৈত্র জানান, সব জেলার ক্ষেত্রে আদালত আগেই নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে এবার উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রেও বঞ্চিতদের নিয়োগ দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাঁদের দাবি, এই প্রার্থীরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছিলেন।

পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তিতে পরিনত হয়েছে

নয়াদিল্লি,২৮এপ্রিল ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত। এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটি একটু ঘোরালো। ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল। কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে। স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে। সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপের ব্যবহার। সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে। প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) দৈনিক আয় ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার)। তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে এক কোম্পানির ধরে ৬ ঘণ্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান। তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয়। সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তেমন নয়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধানত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়েই তৈরি হয়েছে প্রকল্পটি। চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে। ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ। আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে। সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ডেটাসে ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই।চন্দ্রিকার কণ্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টি ফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই। চন্দ্রিকার তো এআইই সব। যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেলে ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে। অন লাইনে যার টেক্সট এবং অডিও ডেটা আছড়াই পাওয়া যায়। অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না। (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার)। এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয়। ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা। কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকস্ট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায়। একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে। বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি। এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে। এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে। যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম। কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে। ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয়।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্ট বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে। এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিকরে

মনোনয়ন জমার আগে অযোধ্যায় রামলালার দর্শনে স্মৃতি

আমেঠি, ২৮ এপ্রিল ঃ সোমবার আমেঠিতে নিজের মনোনয়ন জমা দেবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানি। তার আগে রবিবার রামলালার দর্শনে অযোধ্যায় যাচ্ছেন স্মৃতি।জানা গেছে, এদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অযোধ্যায় থাকবেন তিনি। রামলালার দর্শন ও পূজা করে সেখান থেকে ফিরে আসবেন তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র আমেঠি লোকসভা কেন্দ্রে। আমেঠির বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আটটি মন্দিরে পূজার্চনা করারও কথা রয়েছে তাঁর।

প্রার্থী হয়েই রবিবার মন্দিরে পুজো উজ্বল নিকমের, শুরু রাজনৈতিক ইনিংস

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল ঃ রবিবার মুম্বইয়ের মুম্বা দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজের রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা মুম্বই উত্তর-মধ্য লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী উজ্জ্বল নিকম।তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, আমি এতদিন একজন আইনজীবী হিসাবে দেশের সেবা করেছি। এবার বিজেপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব আমাকে সংসদে গিয়ে জনগণের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি আজ এখানে এসেছি কারণ, আমি আমার রাজনৈতিক ইনিংস শুরুর আগে মুম্বা দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। এরপরে আমি ডঃ বি আর আম্বেদকর ও বালাসাহেব ঠাকরের সমাধিক্ষেত্রে যাব এবং বীর সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করবো।স্থানীয় সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা এবং মুম্বই শহরের উন্নতির জন্য কী করা দরকার তা বোঝার জন্য দলের স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক জরুরি বলে জানান উজ্জ্বল নিকম।

বিজেপির সমর্থনে গুজরাটে গাড়ির র‍্যালি প্রবাসী ভারতীয়দের

আহমেদাবাদ, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সমর্থনে রবিবার প্রবাসী ভারতীয়রা আহমেদাবাদ থেকে সুরাট পর্যন্ত একটি গাড়ির র‍্যালি বের করে। এই গাড়ির শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বিজেপির বিদেশ বিষয়ক বিভাগ।বিজেপির বিদেশ বিষয়ক বিভাগের তরফে বিজয় চৌথাইওয়ালে বলেন যে, আহমেদাবাদ থেকে সুরাট পর্যন্ত প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটি গাড়ির শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০০টি গাড়ি এতে অংশ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয়রা অংশ নেন এই শোভাযাত্রায়।

আবগারি দফতরের বড় সাফল্য, ভোপালে বাজেয়াপ্ত ২ কোটি টাকার অবৈধ মদ

ভোপাল, ২৯ এপ্রিল ঃ বড় সাফল্য পেল আবগারি দফতর। ভোপালে ২ কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দফতর। লোকসভা নির্বাচনের জন্য মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে আবগারি দফতর।এই তল্লাশি চালিয়ে শনিবার গভীর রাতে ভোপাল থেকে ২ কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রবিবারও এই তল্লাশি অভিযান চলছে। মদ সহ নগদ অর্থও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আবগারি আরজি ভাদোরিয়া। তিনি জানান, কালেক্টর কৌশলেন্দ্র বিক্রম সিং এবং সহকারী আবগারি কমিশনার দীপম রাইকুয়ার নির্দেশে অভিযানের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করা হয়েছে।

ফাইজার ও বায়োএনটেকের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত ফরাসি ফুটবলার জাভিয়ের ফুমু তামুজোর

প্যারিস, ২৮ এপ্রিল ঃফ্রান্সের সদ্য প্রাক্তন ফুটবলার ফ্রাঁসোয়া জাভিয়ের ফুমু তামুজো।খুব একটা পরিচিত খেলোয়া। তিনি নন।তা সত্ত্বেও তিনি আলোচনায় এসেছেন অন্য এক কারণে।ফ্রান্সের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব লাভালের খেলা এই স্ট্রাইকার বলেছেন, ২০২২ সাল থেকে চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছি।সেরে না ওঠার জন্য সম্প্রতি অবসর নিতে বাধ্য হয়েছি। আর আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী করোনার টিকা উৎপাদনকারী দুটি প্রতিষ্ঠান ফাইজার ও বায়োএনটেক।তাই প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে মামলা করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়,ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) ফুটবলারদের জন্য এই টিকা সরবরাহ করায় তাদের বিরুদ্ধেও আমি মামলা করতে পারি।তামুজো মনে করেন, করোনার টিকা নেওয়ার সঙ্গে তাঁর চোট পাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ৩টি ডোজের প্রথম ডোজ ২০২১ সালের জুলাইয়ে, দ্বিতীয়টি একই বছরের আগস্টে এবং শেষটি ২০২২ সালের মার্চে।আর এই টিকা নেওয়ার পর থেকেই তার শরীরে নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যা তাঁর শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলে শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড করিমগঞ্জের পাথারকান্দি, বসতঘর-হারা বহু পরিবার

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ এপ্রিল ঃ শুক্রবার মধ্যরাতে প্রবল বেগে ধাবিত ঘূর্ণিঝড়ের রোষানলে পড়ে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি সহ আশপাশ এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার বহু গৃহস্থের বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তো বহু ঘরের ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা ভেঙেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহুজন। এছাড়া স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি উপড়ে পড়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিড়ে পড়ে বহু এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে।বেশি ক্ষতি হয়েছে জুড়বাড়ি-ডেফলআলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২ নম্বর ওয়ার্ডে অর্থাৎ পুরান চাঁদপুরের বাসিন্দা দিনমজুর আব্দুল হান্নানের। ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ করে দিয়েছে তার সম্পূর্ণ বসতঘর। বৃষ্টির জলে ভিজে নষ্ট হয়ে যায় তার ঘরের বিছানা, আসবাবপত্র সহ জরুরি কাগজপত্র। ফলে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন তিনি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯এপ্রিল মার্ট ঃ সোমবার, ১৬ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৯এপ্রিল ঃ ২০২৪, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৬ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৯এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্বাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ০২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ৩৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ১৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ৫৮ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৫৩ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫১ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১ঃ১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদগ্রহঃ ২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৫৬৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯১২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে না হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সমস্যসূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন-যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা **মিথুন রাশিঃ**যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে-কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে। **কর্কট রাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা **সিংহরাশিঃ**আপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন। **কন্যারাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি। **তুলারাশিঃ**আপনার বিশ্বাস কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে **ধনু রাশিঃ** আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে **মকর রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সমস্যসূচী আপনাকে আজ আরাম করবে। **কুম্ভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে **মীন রাশিঃ**আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে

বেআইনিভাবে পুকুর বোজানোর প্রতিবাদে প্রতিবাদীর উপর হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ এপ্রিলঃ বেআইনিভাবে পুকুর বোজানোর প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদীর উপর হামলার অভিযোগ হাওড়া পুর এলাকায়। যা করণীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুর প্রশাসকের। হাওড়া পুরসভার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সীতানাথ ব্যানার্জী লেনে বেআইনিভাবে পুকুর বোজানোর প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদীর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদীর বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। ঘটনায় আক্রান্ত হন প্রতিবাদী প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী। অভিযোগ, এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। সেসময় পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ফের দুষ্কৃতিদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। আক্রান্ত প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুকুরে রাবিস ফেলা হচ্ছিল। এদের কয়েকজন আমার পরিচিত। এই ঘটনার প্রতিবাদ করি। প্রতিবাদ করায় তাঁদের মধ্যে ১ জন থান ইঁট মুখে ঠুকে দেয়। মারতে আমি পড়ে যাই। এই অবস্থায় আমি উঠে বাড়ি চলে আসি। এর কিছুক্ষণ পর প্রায় ২০ ছেলে জোর করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। এদের মধ্যে অনেকেই এলাকার বাসিন্দা। তারা পুকুর বোজানোর কাজে যুক্ত। তারা আমার বাড়িতে এসে হামলা চালায়। আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা। বাড়ির জলের লাইন ভেঙে দেয়। ভাইয়ের ঘরের অ্যাসবেসটসের চাল ভেঙে দেয়। ভাইয়ের ঘরের জানালা দরজা ভেঙে দেয়। আমার স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে। স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের বাঁচাতে গেলে তাদেরও বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেয়। এর আগেও প্রতিবাদ করা হয়েছিল।

তখনও প্রায় একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম। ওই সময় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ এসে দেখে গিয়েছিল। কিন্তু স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি। পুকুরটা গত অক্টোবরে পুরসভার তরফ থেকে পরিষ্কার করা হয়েছিল। এর পরেও পুকুরটাকে বোজানোর চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় আমরা প্রচন্ড আতঙ্কিত। এদিকে, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ওই পুকুরে হাওড়া পুরসভার জল ধরো জল ভরো টিম গিয়ে কাজ করেছিল। ফের যদি ওখানে দেখা যায় আবার পুকুর ভরাটের কাজ চলছে তাহলে সেখানে পুরসভার টিম গিয়ে সেখানে যা করণীয় তা করবে। মারধর করলে তা দেখার দায়িত্ব পুলিশের। যখন জানা যাচ্ছে পুকুরটি বোজানো হচ্ছে তাহলে সেখানে পুরসভার টিম পাঠিয়ে যা করণীয় তা করা হবে। আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারটা দেখবে পুলিশ প্রশাসন।

রবিবাসরীয় প্রচারে হাওড়ায় এসইউসিআই(সি) প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ এপ্রিলঃ রবিবাসরীয় প্রচারে নেমে জনসংযোগ সারলেন হাওড়ার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী উত্তম চ্যাটার্জি। রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেট থেকে কোলে মার্কেট-সহ বি গার্ডেন অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের প্রার্থী। দলের তরফ দাবি করা হয় এদিনের জনসংযোগে মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

গুন্ডারাজ খতমের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেন অর্জুন সিং

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৮ এপ্রিলঃ রাজ্যে তৃণমূলের শাসন। অথচ তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক প্রচারে বেরিয়ে ব্যারাকপুর থেকে গুন্ডারাজ খতমের দাবি করছেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, তৃণমূলের শাসনে যদি ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ থাকে। তাহলে তো মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করা উচিত। নতুবা এই ধরনের বয়ান দেওয়ার জন্য পার্থ ভৌমিককে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তিনি আরও দাবি করলেন, বিজেপিতে একটা গুন্ডা আছে ওরা নাম বলে দিক। কিন্তু ওদের একশো গুন্ডার নাম বলে দেব। গঙ্গার ঘাটগুলো সংস্কার নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের গঙ্গার ঘাটগুলো সংস্কার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অথচ সেই টাকা এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার কাজে লাগায়নি। সন্দেশখালির অস্ত্র ভান্ডার থেকে পুলিশের সার্ভিস রিভালবার উদ্ধার নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ওই সার্ভিস রিভাল বারের নাম্বার দেখে তদন্ত করা উচিত।

প্রচন্ড গরমেও পাহাড়ে লেগেছে ফাগুনের ছোঁয়া

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিলঃ গরমের পুড়ছে বঙ্গ। এক পশলা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকেই। কিন্তু বৃষ্টির দেখা মিলছে না। অপরদিকে পাহাড়ে কিন্তু এখনো ফাগুনের ছোঁয়া। সিকিমের হিলে বার্সাতে ফাগুনের ছোঁয়া লেগেছে। রডোড্রনডন ফুলে ছেয়ে গেছে এলাকা। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাড়ি দিচ্ছেন অনেক পর্যটক। অনেকেই এই গরমের মধ্যে কিছুটা সময় নিরালায় কাটাতে চলে যাচ্ছেন দার্জিলিং সিকিম। দার্জিলিং ও সিকিম জুড়ে শুধু পর্যটকদের আনাগোনা। আর সিকিমের এই হিলে বার্সা পর্যটকদের কাছে নস্টালজিয়া। প্রচন্ড গরমের মধ্যেও ফাগুনের ছোঁয়া মিলছে সেখানে। তবে বসন্তের আগুন লেগেছে ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালেও। ভারত থেকে নেপাল যেতে কোন পাসপোর্ট বা ভিসার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র পারমিট থাকলেই যাওয়া যায় প্রতিবেশী দেশ নেপালে। নেপালের সুখা পোখরাতে ছেয়ে গেছে লাল ফুল। সিকিমের থেকে এখানে লাল ফুলের সংখ্যা ও পরিমাণ অনেকটাই বেশি। এক অদ্ভুত অনাবিল সৌন্দর্য, সেখানে না গেলে বিষয়টি বুঝতে পারা যাবে না। চারিদিকে পাখির আওয়াজ তারই মধ্যে লাল ফুলের সমাহার এক অপূর্ব মনমুগ্ধকর পরিবেশ। তাছাড়া মাউন্ট এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার সুযোগ মিলবে।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন হলফনামায় মোট সম্পত্তির খতিয়ান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ এপ্রিলঃ তিনি দুঁদে আইনজীবী। সঙ্গে বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতাও। এবারও শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি তিনি হলফনামায় সম্পত্তির খতিয়ান দিয়েছেন। তিনি দুঁদে আইনজীবী। সঙ্গে বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতাও। এবারও শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি তিনি হলফনামায় সম্পত্তির খতিয়ান দিয়েছেন। হলফনামায় দেওয়া তথ্য বলছে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আয় করেছেন ৪ কোটি ৩২ লাখ ৬৩ হাজার ২৬৬.০৯। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কল্যাণের আয় ৪ কোটি ৩২ লাখ ৩৩ হাজার ৫৪৪, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৯৯ হাজার ১২৩, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কল্যাণের আয় ২ কোটি ১২ লাখ ১৬ হাজার ৩৬৯ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে তিনি আয় করেছিলেন ৩ কোটি ৭৯ লাখ ৩৭ হাজার ৮২০ টাকা। এদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আয় করেছেন ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে আয় করেছেন ২ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩০, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আয় করেছেন ২ লাখ ৬০ হাজার ২৫০ টাকা। হলফনামা জমা দেওয়ার সময় কল্যাণের হাতে রয়েছে ৫০ হাজার টাকা। ২০২১ সালে একটি গাড়ি কেনেন কল্যাণ যার দাম ২২ লাখ ৬৭ হাজার ৪২৭, ২০১৪ সালে তিনি একটি গাড়ি কেনেন, যার দাম ৪ লাখ ৪১ হাজার। তাঁর সোনার পরিমাণটাও চোখ কপালে তোলার মতো। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সোনার আংটি রয়েছে ২৫০ গ্রাম, যার মূল্য ১৫ এপ্রিলের নিরিখে ১৫ লাখ। অন্যদিকে, তাঁর স্ত্রীর কাছে সোনার গয়না রয়েছে ৪০০ গ্রাম। যার মূল্য সংশ্লিষ্ট দিনের নিরিখে ২৪ লাখ। এদিকে কল্যাণের বই রয়েছে ১ কোটি টাকা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাবর সম্পদের পরিমাণ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৪ কোটি ২০ লাখ ১৭ হাজার ৯৩৫ টাকা। তবে ১৩ লাখ ৬০ হাজার ৩৯৮ টাকার ঋণও রয়েছে কল্যাণের। কল্যাণের স্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ তাঁর স্ত্রীর স্থাবর সম্পদ রয়েছে ১৩ লাখ ১০ হাজার এবং অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ২ কোটি ৭১ লাখ ৪১ হাজার ৫৩৬ টাকা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর হাতে কোনও নগদ এই সময়ে নেই। উল্লেখ্য, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত।

বর্ধমানে দাবা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে গ্রান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৮ এপ্রিলঃ সারা বাংলা দাবা সংস্থা অনুমোদিত পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার উদ্যোগে, বর্ধমান রোটারী ক্লাবের সহযোগিতায় একদিন ব্যাপি দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল রবিবার। বর্ধমানের ম্যাগনাস গ্লোবাল স্কুলে আয়োজিত ওই দাবা প্রতিযোগিতাটিতে মোট ৬৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহন করে। মোট ৬ টি পর্বের প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা সারা বাংলা দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট গ্রান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। তিনি নিজের হাতে সফল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। গ্রান্ড মাস্টার ছাড়াও এদিনের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, সারা বাংলা দাবা সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট সজল মৈনুদ্দিন চৌধুরী, নদীয়া জেলা দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট তুষার চ্যাটার্জী, , সারা বাংলা দাবা সংস্থার কোষাধ্যক্ষ তথা ইন্টারন্যাশনাল আরবিটার অসিত বরণ চৌধুরী, পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার সম্পাদক তথা ম্যাগনাস গ্লোবাল স্কুলের অন্যতম কর্ণধার রাজেশ সুরানা সহ অন্যনায় পদাধিকারীগন। গ্রান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া বলেন, দিনদিন দাবা খেলার জনপ্রীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সময়ে ভারতে অনেক কম সংখ্যক দাবা খেলতো, কিন্তু বর্তমানে দাবা খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এখন ভারতে ৮৭ টি গ্রান্ড মাস্টার এবং আমাদের রাজ্যে ১১ জন গ্রান্ড মাস্টার হতে পেরেছেন।

রাতের রাজপথে পুলিশকে দেবদূত হিসেবে পেল নববারাকপুর

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৮ এপ্রিলঃ শনিবার রাতে নববারাকপুর থানার পেট্রোলিং অফিসার পার্থ দাস একজন বৃদ্ধকে অচৈতন্য অবস্থায় পুরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের বাশঁতলা মেড প্লাস ওষুধের দোকানের সামনে পড়ে থাকতে দেখেন।তিনি প্রাথমিক ভাবে বৃদ্ধ কে চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন তিনি আগে বিশরপাড়া সপ্তগ্রাম এলাকায় ভাড়া থাকতেন। পরে তার স্ত্রী ২০০৭ সালে মারা যাবার পর তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।তিনি তার একমাত্র মেয়ের নাম বলেন এবং সেই নামের সূত্র ধরে পুলিশ মেয়ে কে খুজে বার করেন। জানা গিয়েছে মেয়ে টি একটি ভাড়া বাড়িতে আশ্রিতা পরিচারিকা হিসেবে থাকেন। এর পর শুরু হয় অন্য নাটক।পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডে বৃদ্ধ মেয়ে কে নিয়ে যে বাড়িতে থাকেন সেই বাড়ির মালিক বৃদ্ধ কে প্রবেশের অনুমতি দেননি।তৎক্ষণাৎ স্থানীয় কিছু ছেলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ।কিন্তু তারা এই ক্লাব থেকে ঐ ক্লাবে শুধু পাঠাতে থাকেন যাতে শুধুমাত্র রাতের গভীরতা বাড়ে। কর্মফলে শূন্যতে দাড়ায়।সেই সময় মাঝরাতে উপায়ন্ত না দেখে থানার প্রবেশনার অফিসার বড় বাবুকে ঘটনাটি জানান। বড় বাবু মানবিকতা খাতিরে অসহায় বৃদ্ধ এবং তার মেয়ের কথা চিন্তা করে মধ্য রাতে পুরসভার ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং রাতেই মেয়ে সহ বৃদ্ধ কে থানায় নিয়ে আসা হয়। রবিবার সকালে বৃদ্ধ কে চা বিস্কিট রুটি তরকারি প্রাতরাশ ব্যবস্থা করা হয়। দুপুরে স্নান করান নতুন জামা কাপড় পরিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ করান হয় ।পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহার সাথে আলোচনা করে বৃদ্ধ কে রবিবার বিকেলে পুরসভার স্নেহের বন্ধনে আবাসক হোমে থাকার সুবন্দোবস্ত করা হয়। বড় বাবুর সাথে সহযোগিতা করেন এসআই পার্থ দাস, থানার লেডি এএসআই চুমকি সরকার, এসআই সুজয় বরুয়া কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেন।থানার পুলিশ জানিয়েছে বৃদ্ধর নাম প্রনব ঘোষ(৫৮) গত ৬ মার্চ থেকে নিখোঁজ। মেয়ের নাম মৌমিতা ঘোষ। মেয়ে পুলিশের মানবিক উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ।

নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুর ও আগুন লাগানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ এপ্রিলঃ আগামী ১৩ই মে দেশের বিভিন্ন জায়গার সাথে নদীয়ার কৃষ্ণ নগর ও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। আর লোকসভা নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক উত্তাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে সর্বত্রই।আর নদীয়ার রানঘাট কেন্দ্রে এবারের লড়াইের ময়দানে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ তৃণমূল -বিজেপি ও সিপিএম। এই কেন্দ্রের একটা বড় অংশ যেমন রয়েছে মতুয়া ভোট, পাশাপাশি রাজ্যের একমাত্র বামেদের দখলে থাকা পৌরসভা, তাহের পুর পৌরসভাও এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এবারের নির্বাচনে একাধিক বিষয়ের দিকেই নজর রাখতে হচ্ছে সব রাজনৈতিক দলের। এরই সন্ধিক্ষণে এই তাহের পুর এলাকায় রাতের অন্ধকারে সিপিএমের নির্বাচনী অস্থায়ী কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পরে রবিবার সকাল থেকেই।

এলাকার এর দাবী তাহের পুর পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডে দলীয় কর্মী মনোরঞ্জন পালের বাড়িতে একটি অস্থায়ী নির্বাচনী অফিস করা হয়,শনিবার রাতে কেও বা কারা এই অফিসে তান্ডব চালায়, ভাংচুর করাহয় সবকিছু, এমনকি দলীয় পতাকা, প্রার্থীর প্রচারের ব্যানার, ফেস্টুন, আসবাবপত্র, চেয়ার সহ সবকিছু তুলে নিয়ে সামনের রাস্তার মোড়ের মাথায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়,ঘটনার খবর পেতেই একে একে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দলীয় র্কীরা পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী, সহ সরকারি আধিকারিক। এদিন সকালেই এর তরফে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে তাহেরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে, নেতৃত্ব জানায় এই জঘন্য কাজ সিপিএম বিরোধী, তৃণমূলের, দুস্কৃতি দের, আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানাই, পাশাপাশি তারা আরও বলেন তাহের পুর বাসী শান্তির পক্ষে, তাই রাজ্যের মধ্যে একমাত্র এই তাহের পুর পুরসভায় সিপিএমের জয় হয়েছিল, আর এই জয় সমগ্র এলাকা বাসীর জয়, ছিলো, এখানে সিংহ ভাগ মানুষই শান্তিপ্রিয়, কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা এই দুস্কৃতিকাজের সাথে যুক্ত। সিপিএমের তোলা সব অভিযোগ নস্যাৎ করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব,পাশাপাশি সামগ্রিক ঘটনার নিন্দাও করে তৃণমূলের তরফে। তৃণমূল নেতৃত্ব জানায় আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আদর্শে দল করি, আর তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজ প্রশ্রয় দেয় না, যেই করে থাকুক প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ তদন্ত করে শাস্তি দেয়।পাশাপাশি এই ঘটনায় তৃণমূলের যোগ থাকার সিপিএমের অভিযোগ প্রসঙ্গে বলে শনিবার তাহের পুর এলাকায় সিপিএমের একটি প্রচার র্যালি হয়,তাদের র্যালিতে তেমন লোকসমাগম ছিলোনা, পাশাপাশি তৃণমূলেরও একটি র্যালি হয়,সেখনে জনস্রোত ছিলো হয়তো এটা দেখেই আতংকিত হয়ে পরেছে সিপিএম, আর রাতের অন্ধকারে তারাই করেছে নাকি সন্দেহ আছে, কারন সিপিএম তো সব কিছুতেই তৃণমূলের ভুত দেখে, আসলে ওরা দিনে বাম - রাতে রাম ওরা অনেক কিছুই বলতে পারে। পাশাপাশি পুলিশ সুত্রে জানা যায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ একজনকে আটক করে।সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মধ্যে একমাত্র বামেদের দখলে থাকা পৌরসভা এলাকায় সিপিএমের কার্যালয়ে এহেন ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু করেছে তা বলাই বাহুল্য।

ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলামের সমর্থনে প্রকাশ্য জনসভা উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৮ এপ্রিলঃ ২৬নং উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলামের সমর্থনে এক প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়ার কালীনগর চৌরাস্তা ফুটবল মাঠে। জনসভায় আই এস এফের চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী বলেন সারা দেশে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসবে বলে জানান, এবং লোকসভা নির্বাচনে দেশ থেকে বিজেপির বিদায় অনিবার্য। রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ায় সিপিএমকেই দায়ী করলেন আইএসএফ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকী। শনিবার রাতে উলুবেরিয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে কালিনগরে এক জনসভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান জোট না হওয়ার জন্য যা জিজ্ঞাস করার বিমান বসুকে জিজ্ঞেস করুন তিনি বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান। আইএসএফের সঙ্গে জোর না করে পরকে তৃণমূল কংগ্রেসকে মদত দিয়েছে বামফ্রন্টের একাংশ। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আইএসএ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকীর। রাজ্যের কয়েকটি লোকসভায় কংগ্রেস সিপিএম উভয়ই প্রার্থী দিয়েছে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আইন আদালতের উপর ভরসা রাখার উপর জোর দেন। তুলে আনেন সন্দেশখালির শেখ শাজাহান প্রসঙ্গ। তুলে আনেন দিল্লি এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী জেলে থাকার প্রসঙ্গ। আদালতকে অবমাননা করলে যে জেলে থাকতে হবে এ কথা সাফ জানিয়ে দেন তিনি। এদিন তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন এরা যে বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভাঙ্গরের সওকাত মোল্লা কে জিজ্ঞাসা করলেই অস্ত্র আমদানি সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে বলেও চাঞ্চল্যকর দাবি করেন আইএসএফ প্রধান। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি করেন। শিক্ষকদের চাকরি চলে যাওয়ার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত, আমতার চন্দ্রপুরের ঘটনার উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক নির্মল মাজীর তীব্র সমালোচনা করেন,সন্দেশখালির ঘটনা সম্পর্কে বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাওকাত মোল্লাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি জানান,এই জনসভায় ফরোয়ার্ড ব্লকের তপনা অঞ্চল সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে কয়েকজন এবং বিভিন্ন দল থেকে শতাধিক ব্যাক্তি আই এস এফে যোগদান করেন।

নদীয়ায় মতুয়া গড়ে জনসভায় জে পি নাড্ডা

বক্তব্যে শোনা গেলোনা সহ মতুয়াদের নিয়ে কোন কথাই

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ এপ্রিলঃ দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের, দুই দফার নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, আর নদীয়ার দুটি কেন্দ্রে রয়েছে চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচন। আর যত নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসে ততই বাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পচার অভিযান কর্মসূচি। আর বিভিন্ন জায়গায় চলছে জনসভারও আয়োজন। আর রবিবার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে নদীয়ার রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা এলাকার বগুলা আইটিআই কলেজ মাঠে আয়োজিত হয় নির্বাচনী জনসভা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ সরকার, সহ জেলা সভাপতি ও একাধিক বিধায়ক ও নেতৃত্ব। প্রায় আধঘন্টা সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন তিনি, আর সেখানেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। পাশাপাশি সারাদেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন দেশের ভবিষ্যৎ বদলে গেছে, শুধুই সারা দেশে বিকাশ হয়েছে। বদলে গেছে দেশের সংস্কৃতি, আর সবথেকে বড় ভূমিকা রাজনীতির প্রেক্ষাপটও পাল্টে গেছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, গোটা দেশে এই মন্ত্রে চলছে উন্নয়ন। জে পি নাড্ডার এদিনের এই কর্মসূচীকে ঘিরে বগুলা আইটিআই কলেজ মাঠ চত্বর পুলিশ প্রশাসন ও সিআরপিএফ জওয়ানদের কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে রাখা হয়। অন্যদিকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের একটা বড় অংশ মতুয়া সম্প্রদায় অধ্যুষিত, এমনকি যে এলাকায় এদিনের সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই এলাকাটাও প্রায় মতুয়া অধ্যুষিত, এই কেন্দ্রে মতুয়া গড় থাকা সত্ত্বেও মতুয়াদের নিয়ে কোন ব্যাখ্যা করেননি জেপি নাড্ডা। বলেনন নি বিতর্কিত নিয়েও। সেখানেই উঠছে প্রশ্ন, তাহলে কি সিএএ লাগু হওয়ার পরে অনেকটাই নির্বাচনী ভোট বাক্সে প্রভাব পড়তে পারে বিজেপির।

আর তার কারণেই মতয়াদের এড়িয়ে গেলেন যে জেপি নাড্ডা।তবে কাকফাটা রোদ আর ৪৫ তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করেই এদিনের এই সভায় কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

প্রবল গরমে ঝাড়ুদার সাফাইকর্মী নির্মল সাথী নির্মল বন্ধুদের শক্তিবর্ধক গ্লুকোন-ডি বিলি

নববারাকপুর পুরসভার মানবিক উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৮ এপ্রিলঃ বাড়ছে তাপপ্রবাহ। প্রখর দাবদাহ উপেক্ষা করে শহরের রাস্তাঘাট ড্রেন নিকাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে এগিয়ে চলেছে পুরসভার সাফাইকর্মী ঝাড়ুদার এবং ভোরের বাঁশি ওয়ালা থেকে নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধু রা। রবিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্মল সাথী,নির্মল বন্ধু, সাফাইকর্মী, ঝাড়ুদার ডেঙ্গি ভেক্টর কন্ট্রোল ইউনিটের স্বাস্থ্যকর্মী সহ তিনশ পঞ্চাশ জনকে শক্তি বর্ধক গ্লুকোনডির প্যাকেট এবং পানীয় জলের বোতল বিলি করা হয় ৭নং রেলগেট সংলগ্ন অঙ্গনা ভবনে। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন এবং পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন প্রবল গরমের দাবদাহ উপেক্ষা করে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে চলেছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্মল সাথী থেকে নির্মল বন্ধু এব জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের কর্মীরা। তাদের সুস্বাস্থ্য সুরক্ষা কামনায় এই প্রবল গরমে স্বস্তির নিঃশ্বাস তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পুরসভা গ্লুকোনডি প্যাকেট এবং জলের বোতল তুলে দিল। গত বছর থেকে পুরসভা এই বিশেষ মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে।নির্বাচন কে সামনে রেখে নির্মল সাথী নির্মল বন্ধু দের উদ্দেশ্য পুরপ্রধান বলেন আপনারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরসভার উন্নয়নের কথা তুলে ধরবেন। পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কর্মীদের উদ্দীপনা ছিল বেশ ভালো। শহর জুড়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে জলসত্র শিবির চলছে বলে জানান পুরপ্রধান। কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মধ্য হাওড়ায় দলের নতুন কর্মসূচি যুবযোদ্ধার সূচনা করলেন অরূপ রায়। মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বুথে বুথে যুবযোদ্ধা নামক এক বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করা হয় রবিবার সকালে। নেতাজী সুভাষ রোডের মধ্য হাওড়া নির্বাচনী কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অরূপ রায়। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. সুজয় চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, সমর মুখোপাধ্যায়, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, কৈলাশ মিশ্র, সুধীন চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মধ্য হাওড়া থেকেই যুবযোদ্ধা কর্মসূচির সূচনা হয়। আগামী ২৪ দিন ধরে যুব কর্মীরা মধ্য হাওড়ায় প্রত্যেক মানুষের বাড়ি পৌঁছে দলের বার্তা তুলে ধরবেন। এই কর্মসূচি সম্পর্কে মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১ এপ্রিল থেকে ১০৮টি নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুর, হাতরস, উন্নাও সহ ভারতের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে মহিলাদের উপর নির্যাতন, বিজেপিশাসিত রাজ্যে একাধিক ডিটেনসন ক্যাম্প সহ বিভিন্ন বিষয় আমরা লিফলেটে তুলে ধরেছি। এই লিফলেটগুলো প্রতিটি বাড়িতে আমাদের যুব কর্মীরা পৌঁছে দেবেন। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীভান্ডার সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যসাথীতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা হচ্ছে। রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে ওষুধের দোকান তৈরি করেছে। এছাড়াও একাধিক প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা রাজ্যবাসী পাচ্ছেন। এই বিষয়গুলোও কর্মসূচিতে তুলে ধরা হয়েছে। মধ্য হাওড়ায় ৩১৩টি বুথ। তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন ৩১৩টি বুথেই রয়েছে। ওই বুথের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছবেন। এর পাশাপাশি দিদির ছবি দেওয়া একটি পার্স দেওয়া হবে। মধ্য হাওড়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ ভোটার। এত বিপুল সংখ্যক ভোটারদের কাছে এই কম সময়ের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সেই কারণে আমাদের কর্মীরা ৫০ জনের বেশি মানুষ যে সকল বাড়িতে রয়েছেন সেই সকল জায়গায় পৌঁছাচ্ছেন। আগামী ২৪ দিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪৯ সংখ্যা, সোমবার, ১৬ বৈশাখ, ১৪৩১

প্রচণ্ড দাবদাহে ভোট যুদ্ধ

ভোট কাদের জন্য হচ্ছে? কারা লাভবান হবে ভোট করে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন। সব রাজনৈতিক দলের নেতারা তো বলে থাকেন তারা ভারতবাসীর পাশে রয়েছেন? সত্যি কি তারা ভারতবাসীর পাশে ছিলেন? যদি থাকতেন তাহলে এত দেশে গরিব থাকতো না। শিল্প সমৃদ্ধ ভারত এখন শ্মশানে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। যে বাংলা শস্য শ্যামলাতে পরিপূর্ণ থাকতো আজকে কোথায় সেই বাংলা। আমার সোনার বাংলা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। লুটপাট তো ইংরেজরা করেছে। তারচেয়ে বেশি বাংলার লোকেরা লুটপাট করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা যে বাংলার বাসিন্দা এটা বলতে লজ্জাবোধ করছে। বাংলার শিক্ষিত সমাজর কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে এটা সত্য বলে প্রকাশ পেয়েছে। এখনও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী প্রভাবশালী নেতারা জেলের মধ্যে রয়েছেন। তারা কবে যে জেল থেকে মুক্তি পাবেন তা বলা একেবারে অসম্ভব। যিনি চুরি করতে বললেন তিনি একন আবার সাধুর বেশ ধরে বসে রয়েছেন। বেশ ধরতে তিনি বেশ ভালোই পারেন। প্রয়োজন হলে দিল্লির পা ধরতে কোনও বাধা নেই। তিনি তো কখন বাংলার জনগণের কথা ভাবেননি। তোলাবাজদের কথা ভেবেছেন। কীভাবে ক্ষমতায় থাকতে হয় তার কথা ভেবেছেন। প্রয়োজন হলে পুলিশ দিয়ে জেলে পাচার করে দিয়েছেন। আবার জেল থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের দলীয় কাজে লাগাতে শুরু করেছেন। এটাই হল বাংলার রাজনীতি। এলাকার প্রভাবশালীদের ধরে ধরে তিনি নির্বাচনী জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। নির্বাচন তো হচ্ছে এমন একটি সময়ে যখন প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ শুরু হয়ে গিয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা বলতে শুরু করে দিয়েছে শীতকালে নির্বাচন করলে ভালো হতো। তাহলে এত তাপ সহ্য করতে হতো না। ভোট দিতে গিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট পেতে শুরু করেছে বয়স্ক ব্যক্তিরা। বয়স্কদের কথা রাজনৈতিক দলের নেতারা ভাবেন না। তারা তো এখন রেলের ছাড় তুলে দিয়েছে। রেলের ছাড় পেতো বয়স্ক ব্যক্তিরা। কোথায় যেতে গেলে রেলের অর্ধেক ভাড়া দিতে হতো। তা তুলে দিয়ে রেল এখন কোটি কোটি টাকা আয় করতে শুরু করে দিয়েছে। প্যাসেঞ্জার রেল তুলে দিচ্ছে। সেখানে এক্সপ্রেস রেল চালু করছে। তার ফলে আগে যেমন পাঁচ টাকা টিকিট কাটলে দূরে চলে যাওয়া যেত সেখানে এখন পাঁচশো টাকার টিকিট কাটতে হচ্ছে। দেশের জনগণের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি দিতে শুরু করেছে। সবাই চুপ করে রয়েছে। কারোর মুখ দিয়ে এর প্রতিবাদ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেবা করাই সরকারে লক্ষ্য। ক্ষমতার গদিতে বসে থাকাটা মুখ্য কাজ নয়। করোনার সময়ে মানুষ খেতে পড়তে পারছিল না। কিন্তু মদের দোকান খুলে দেওয়া হয়েছিল। মদ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করতে শুরু করেছে সরকার। বিহার সরকার যেখানে মদের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব দিন মদের দোকান খুলে রেখেছে। এটাই হচ্ছে বাংলার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একটি উজ্জ্বলতম দিক। এই গণতন্ত্রের জন্য মানুষ বা ভোটররা দীর্ঘক্ষণ রোদে পুড়ে ভোটদান করে থাকে। কোথাও এর প্রতিবাদ ওঠে না। কেউ কোনও প্রতিবাদ করে না। গণতন্ত্রের নাম করে জাল জোচ্চুরি হতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। তার বিরুদ্ধে কোনও আওয়াজ উঠছে না।

ইউক্রেন যুদ্ধ থামবে কি?

ইউক্রেন যুদ্ধ থামছে না। বরং বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার সেনারা কিভ শহরের চারদিকে এসে উপস্থিত হয়েছে। রুশ বাহিনীকে রুখতে ইউক্রেন সেনারা আত্মঘাতী হামলা করতে শুরু করেছে। তার ফলে রাশিয়ার বিশাল ক্ষতিগ্রস্তের মুখে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পিছিয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই রাশিয়ার বাহিনীর। মস্কো থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে কোনও উপায়ে কিভ দখল করতে হবে। কিভ মস্কোর চাই। অস্ত্র নামিয়ে রাখা চলবে না বলে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আদেশ দিয়েছে। এদিকে রাশিয়া ভারি ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কিভ শহরে যেভাবে ইউক্রেন সেনারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তাকে ভাঙতে গেলে শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োজন বলে মনে করছে রুশ সেনারা। সেই কারণে তারা ক্ষেপনাস্ত্র ৪০০ ব্যবহার করতে পিছু পা হচেছ না। ইউক্রেনে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বারবার শান্তিপূর্ণ বৈঠকের কথা বলে চলেছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই কথায় কান দিচ্ছেন না। তিনি লড়াই চালিয়ে য়াওয়ার আদেশ জারি রেখেছেন। এদিকে কিভ শহর খালি করতে শুরু করে দিয়েছে সেখানকার বাসিন্দারা। বহু বয়স্ক ব্যক্তিরা কিভ ছেড়ে চলে যেতে পারেননি। তারা সেখানে বসবাস করছেন। এদিকে কিভ শহরের ঐতিহ্যপূর্ণ ভবনগুলিকে রক্ষা করার আবেদন করেছেন সেখানকার বাসিন্দারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন কিভের ইতিহাস সমৃদ্ধ ভবনগুলির দিকে তাক করে যেন কোন গোলা বর্ষন না হয়। কিন্তু রুশ বাহিনী তাদের কথায় কান দিচ্ছে না। তারা বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবনকে একেবারে গোলা মেরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। শক্তি দম্ভ দেখাতে চাইছে রুশ বাহিনী। ইউক্রেনের বাসিন্দারা স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তারা স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে। রাশিয়ার মতো নাগরিকেরা চুপ করে থাকে না। সরকারের প্রতিবাদ করতে পারে ইউক্রেনবাসীরা। কিন্তু রাশিয়ার জনগণের কোন স্বাধীনতা নেই। তারা প্রকাশ্যে কথা বলতে পারে না। সরকার তাদেরকে চুপ করে থাকতে বাধ্য করায়। দুই দেশের নাগরিকেরা দুই রকম স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। রাশিয়াতে থাকতে গেলে বদ্ধজীবনের মধ্যে থাকতে হবে। পুতিন আবার প্রেসিডেন্ট পদে এসে উপস্থিত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

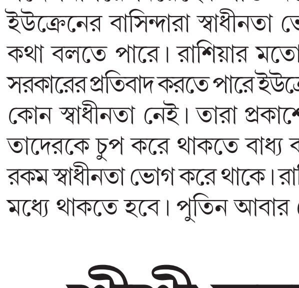

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা যদি সত্যবাদী না হয় তাহলে তাঁর শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অসৎ মা কোনও সময়ে তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে পারে না। সৎ পথে থাকা মায়ের তাদের সন্তানদের শক্তি দিয়ে বড় করতে পারে। অর্থ শক্তির আধার নয়। জ্ঞানই হচ্ছে শক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয়। সেটাকে অর্জন করতে হবে। যিনি জ্ঞানী তিনি কোনও সময়ে বলেন না যে তাঁর অনেক জ্ঞান রয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়েই থাকতে ভালোবাসেন।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। শক্তি দায়িনী। মনোস্কামনা পূর্ণকারিণী। তিনি সবার মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। তিনি সবার ইচ্ছাকে পূরণ করে তাকে শক্তিশালী করার মন্ত্র দান করে থাকেন।

‘জঙ্গিপুর সংবাদ’পত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেই সাহেবদের নেকনজরে পড়লেন দাদাঠাকুর

রবীন্দ্র কুমার শীল

দাদাঠাকুর বসবাস করতেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। তাঁর সম্পাদনায় সেখান থেকে ‘জঙ্গিপুর সংবাদপত্র’ প্রকাশিত হতো। এই ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’ ইংরেজ আমলে বেশ কয়েকবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য। ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’-এর ওপরে ইংরেজ শাসকদের কড়া নজর ছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দাদাঠাকুর তার মধ্যে বেশ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে ইংরেজ শাসকদের শাসন ব্যবস্থার দিকে তাক করে গোলাগুলি বর্ষন করতেন। ইংরেজ শাসকদের কোপে পড়েছিল এই পত্রিকাটি। বেশ কয়েকবার ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’ প্রকাশ বন্ধও করে দিয়েছিল সরকার। কিন্তু দাদাঠাকুর সরস প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকার ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’কে পুনরায় প্রকাশ করার অনুমতি দেয়। সুভাষচন্দ্র বোস এই সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন। নির্মল চন্দ্র চন্দ্রও দাদা ঠাকুরের জঙ্গিপুর সংবাদ পড়তেন। জঙ্গিপুর থেকে কলকাতায় আসলেই দাদাঠাকুর বউবাজারের নির্মল চন্দ্র চন্দ্র বাড়িতে এসে উঠতেন এবং বসবাস করতেন। তাঁর জন্য একটি ঘর এবং খাবার বরাদ্দ ছিল। দাদা ঠাকুরের জীবদ্দশায় নলিনীকান্ত লিখিত ‘দাদাঠাকুর’ বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬১ সালে প্রযোজক শ্যামলাল জালান ‘দাদাঠাকুর’ ছবিটি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ‘দাদাঠাকুর’ ছবিটি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রাহক ছিলেন বিভূতি চক্রবর্তী। সম্পাদনায় ছিলেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন সেন। শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন সত্যেন রায়চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য গায়ক ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিশ্বজিৎ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, ছায়াদেবী, সুলতা চৌধুরী, শ্যাম লাহা, জীবেন বোস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। ১৯৬৩ সালে ‘দাদাঠাকুর’ ছবিটি রাষ্ট্রপতির ‘স্বর্ণকমল’ পুরস্কার লাভ করে। এই ছবিটি মুক্তি লাভ করেছিল ১৯৬২ সালে। দাদাঠাকুর জীবিত অবস্থায় এই ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু দাদাঠাকুর এতে কিন্তু খুব আনন্দলাভ করেন নি। তিনি বলতেন, জীবিত দাদাঠাকুরের চেয়ে ছবির দাদাঠাকুর বেশি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। আসল দাদাঠাকুরের মান পড়তে শুরু করেছে। দাদাঠাকুরের কথা লিখতে গিয়ে বাংলার সবচেয়ে সর্বকালের সেরা মনীষীর কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর যেভাবে নিজের জীবন দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গিয়েছেন সেটাকে গ্রহণ করেছিলেন জঙ্গিপুরের দাদাঠাকুর। কোনও দিন কথার খেলাপ তিনি করেননি। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। সবাইকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জীবনে বহু কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা তিনি কাউকে বলেননি। তিনি অসাধারণ কায়িক পরিশ্রম করতে পারতেন যা বিদ্যাসাগর করতে সক্ষম ছিলেন। স্বদেশ প্রেমিক বাংলার ভোট রাজনীতি নিয়ে দাদাঠাকুর বহু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি একটি ভোট নিয়ে গানও রচনা করেন। ব্রিটিশ যুগে ভারতের শাসন কর্তা ব্রিটিশরা হলেও তারা কিন্তু আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে। তখন কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলররা নিজেদের নিজেদের ওয়ার্ডে কাজ করতেন। ছিল জেলা প্রশাসন দফতর। সেখানে চেয়ারম্যান নামে একটি পদ তৈরি করা হয়েছে। জেলার উন্নয়নের জন্য চেয়ারম্যান সব কিছু দেখভাল করতেন। তিনি জেলার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইংরেজরা শুধু দেশের দেশের প্রশাসনিক শাসন ক্ষমতার ধারক এবং বাহক ছিলেন। বাকি কাজ করতো নির্বাচিত দেশিয় প্রতিনিধিরা। ইংরেজ আমলে বাংলায় যত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে তা করেছে দেশিয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। সেখানে কিন্তু ইংরেজরা কোনও রকমভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। তারা শুধু দেখভাল করার দায়িত্বে ছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরা প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তারাই আইন বলবৎ করতেন এবং জেলার

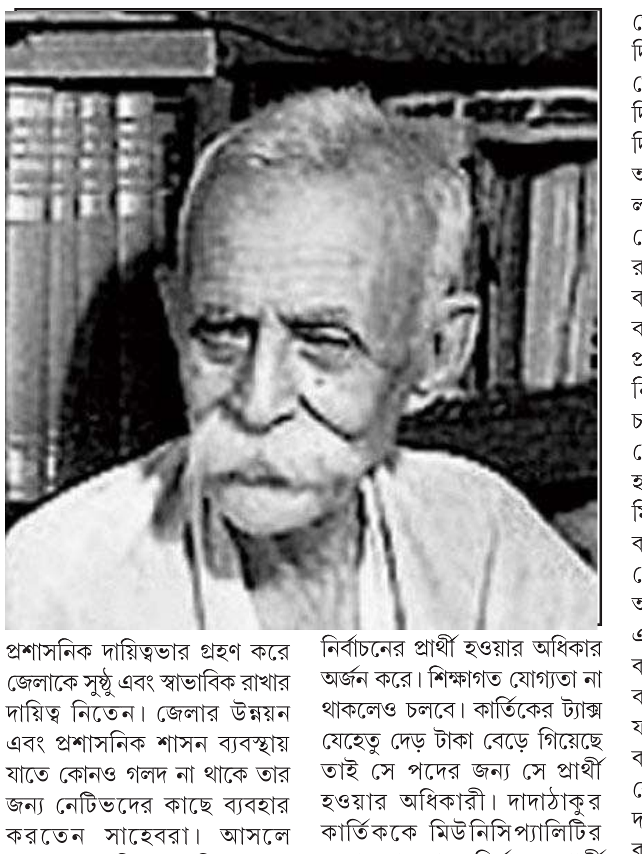

প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে জেলাকে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব নিতেন। জেলার উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থায় যাতে কোনও গলদ না থাকে তার জন্য নেটিভদের কাছে ব্যবহার করতেন সাহেবরা। আসলে সাহেবরা নেটিভদের দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতো। তখন ভোট হতো। ভোট করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা হতো। সেই ভোট গ্রহণে সরাসরি অংশ গ্রহণ না করে গান রচনা করে গিয়েছেন দাদাঠাকুর। ভোট নিয়ে যে গান রচনা করে আজও তিনি অমর হয়ে রয়েছেন সকলের মনে। ব্যঙ্গ রসিকতা করতে ভালোবাসতেন দাদাঠাকুর। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিকচন্দ্রের ওপরে তিন আনা বদলে ছয় আনা কর দেওয়ার কথা বলা হয় তিন মাস অন্তর। তিন মাসে ছয় আনা পুরসভার ট্যাক্স দিতে হবে কার্তিকচন্দ্রকে। কার্তিকচন্দ্র এর প্রথাগত শিক্ষা ছিল না বলা যেতে পারে। কিন্তু সে ছিল পরোপকারী, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী। পুরসভার ওপরে গালমন্দ করতে শুরু করলে দাদাঠাকুর তাঁকে পরামর্শ দিল যে চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত করতে। দাদাঠাকুরের কথা শুনে কাঁপতে শুরু করলো কার্তিকচন্দ্র। কার্তিকচন্দ্র যখন বারবার দরখাস্ত করে তাঁর কর মকুব করলেন না চেয়ারম্যান যখন দাদাঠাকুর ঠিক করে ফেললেন যে কার্তিককে জঙ্গিপুরের চেয়ারম্যান করে ছাড়বেন। তখনকার আইনানুযায়ী যারা দেড় আনা টাকা করে কর দেয় তারা চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার অধিকার অর্জন করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও চলবে। কার্তিকের ট্যাক্স যেহেতু দেড় টাকা বেড়ে গিয়েছে তাই সে পদের জন্য সে প্রার্থী হওয়ার অধিকারী। দাদাঠাকুর কার্তিককে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রার্থী করে দিলেন। এদিকে পুরসভার উচ্চবর্ণ এবং অভিজাতদের কর্তাদের মাথায় হাত। কোনওদিন যে এরজন চানাচুরওয়ালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হবে সেটা কিন্তু তারা কল্পনা করতে পারেনি। তাদের মান সম্মান ধুলায় একেবারে লুটিয়ে যাবে সেই দিকে চিন্তাভাবনা করে তারা কার্তিকের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পেছনে দাদাঠাকুর মতো অমিত শক্তিশালী প্রতিভাধর ব্যক্তি রয়েছেন তখন তার খুঁত ধরবে কে? সুতরাং লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। দাদাঠাকুরের পরামর্শ মতো কার্তিক লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোট চাইতে শুরু করে দিল। দাদাঠাকুরের কথা মতো কার্তিক সবাইকে ভরসা দিয়েছিলেন যাদের পুর কর বেড়েছে তাদের কর কমিয়ে দেবে। বছরে এত কর দিতে হবে না গরিব পরিবারদের। দাদাঠাকুরের বলে দেওয়া কথাগুলো কার্তিক প্রচার করতে শুরু করলো। প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় কার্তিক তার সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী মিছিল বের করে তাকে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করতো। দাদাঠাকুর নির্বাচনী মিছিলের জন্য একটি গানও রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই বিখ্যাত গানটি হচ্ছে-‘ভোট দিয়ে যা আয় ভোটার আয়,/ মাছ কুটলে মুড়ো দিব, /গাই বিয়োলে দুধ দিব,/ দুধ খেতে বাটি দিব, সুদ দিলে টাকা দিব, / ফি দিলে উকিল হব / চাল দিলে ভাত দিব,/ মিটি-এ যাব না, অবসর পাব না, /কোনো কাজে লাগবো না,/ যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।’ বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন অভিনব প্রচারে কার্তিকের তো কপাল খুলবে। ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে জঙ্গিপুর পুরসভার নির্বাচন সে বারে জয়ী হল চানাচুরওয়ালা কার্তিক। গাঁয়ের তেলেভাজার দোকানদার, হতদরিদ্র কার্তিক হল জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালের চেয়ারম্যান। সব কমিশনারদের মাথায় হাত পড়ে গেল। তাদের পাশে বসবে অশিক্ষিত কার্তিক। সবাই একযোগে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের কাছে গিয়ে নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানালো। তার ফলে নির্বাচনে জয়ী হয়েও ক্যালকাটা গেজেটে কার্তিকের নাম বের প্রকাশ হল না। সব দেখে শুনে দাদাঠাকুর সোজা কলকাতায় এসে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। মরা কুকুরের গল্প থেকে শুরু করে ট্যাক্স বাড়িয়ে কার্তিকের মতো গরিব মানুষকে নির্যাতন করা ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনা করলেন দাদা ঠাকুর। বিষয়টি অনুধাবন করে কমিশনার আদেশ দিলেন কার্তিকের নাম গেজেটে প্রকাশ করতে। দুই দিন পরে গেজেটে কার্তিকের নাম প্রকাশিত হলো। দাদাঠাকুর এক কপি কিনে জঙ্গিপুরে ফিরলেন। দাদাঠাকুর গেজেটটি কার্তিকের নাম প্রকাশ পেয়েছে শুনে সে সোজা দাদাঠাকুরের পায়ে প্রণাম করলেন। দাদাঠাকুর তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে দর্প করে যেসব পুরকর্তারা তখন ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের সঙ্গে নিরক্ষর এক তেলেভাজার দোকানিকে সমমর্যাদার আসনে বসিয়ে মনুষ্যেত্বের গরিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন দাদাঠাকুর। শুধু নিজের নামটা সই করতে পারতো কার্তিক। কার্তিক নিজের নাম সই করে শুধু নিচে লিখে দিত জং মং কং অর্থাৎ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনার। এইভাবে একজনকে মাটি থেকে টেনে নিয়ে এসে পুরসভার আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন দাদাঠাকুর। আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুরেশচন্দ্র মজুমদার একবার শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন-‘আপনি এতকৃচ্ছসাধন করে ‘বিদুষক’, ‘বোতলপুরান’ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে অর্থোপার্জান করছেন কেন? আপনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিন, ভালো পারিশ্রমিক পাবেন।’ শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, ‘দেখুন আপন বিরাট ঢাক। তার আওয়াজ চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আর আমার অতি ক্ষুদ্র ঢাক। আওয়াজও দুর্বল। আমার সম্বল বলতে ঢাক বাজানোর দুটো কাঠি। আপনার বড় ঢাক যখন বাজাতে যাব তখন আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। আর কোনোদিনও ছোটো ঢাক বাজাতে ইচ্ছা করবে না। আপনি যদি কোনোদিন বিরাট ঢাকটি কেড়ে নেন, তবে আমাকে বেকার হয়ে বসে থাকতে হবে। তাই আমার নিজস্ব ছোটো ঢাক নিয়ে ভালো আছি।’ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে চাকরি করার ঘোর বিরোধী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত স্বাধীনভাবে দৈহিক পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের পক্ষে ছিলেন। দাদাঠাকুর বিদ্যাসাগরের আদর্শকে সমানে রেখে চলার চেষ্টা করতেন। যাকে যা কথা দিতেন তা তিনি পালন করতেন। কোনও সময়ে তা বেতাল হয়ে যেত না। কথাকে মর্যাদা দিতেন। তিনি সারা জীবন নিজের উপার্জনের অর্থ নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। বহরমপুর পুরসভার সদস্য নির্বাচন। নির্বাচনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন রমণী মোহন সেন এবং নীলমণি ভট্টাচার্য। তাঁদের মধ্যে কে জিতবেন সে ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী করতে অনুরোধ করা হলো। দাদাঠাকুর বলেছিলেন,‘এ তো একেবারে জলের মতো পরিস্কার, জয় হবে রমণীরই।’ ফল বেরোলে দেখা গেল সত্যিই জিতেছেন রমণীবাবুই। সবাই ধরলেন দাদাঠাকুরকে। ‘ আপনি কী করে জানতেন?’ তাঁর উত্তর-‘ও আমি আগেই বুঝে গিয়েছিলাম। Raw Money -সঙ্গে Nil Money পারবে কী করে?’। জঙ্গিপুর সংবাদে ১৩৩৪ সালে ৩৭ সংখ্যায় ‘বাঙ্গালার ভিখারী’ নিবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য-‘ বাঙ্গালয় ভিখারি অভাব নাই। .. গ্রন্থকার সমালোচনার ভিখারি। দেশভক্ত চাঁদার ভিখারি, সমস্ত দেশ অধিকারের ভিখারি। স্বর্ণগর্ভ চাটুর ভিখারি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈভবের ভিখারি, নিন্দুক পরগ্লানির ভিখারি, সংস্কারক পুঁজরক্তের ভিখারি, গোঁড়া কপটতার ভিখারি, রাত ভিখারি, দিন ভিখারি, বড়ো ভিখারি, ছোটো ভিখারি, ভোটের ভিখারি, খোদ নামের ভিখারি, ভিখারির সংখ্যা হয় না।

‘আন্তর্জাতিক বই দিবস’- অতীত থেকে বর্তমান কালেও বাঙালি পুস্তক প্রেমিক

বিশেষ প্রতিবেদক

সঙ্গে বই রাখাটা থেরাপিউটিক আমার কাছে। অফিসের ব্যাগেও ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা সুদ্ধু টিফিন বাক্সর সাথেও নিদেনপক্ষে একটি বই না থাকলে কেমন একটা কি যেন নাই, কে যেন নাই ভাব হয়। এমনকি আপিসে পৌঁছেও কম্পুটার এর ডান, বাঁ, এদিকে, ও কোনে যেখানে জায়গা পেয়েছি, সেখানেই বই রেখেছি রাজ্যি খানেক। এতে একটা নিশ্চিন্ত ভাব হয়, যে নিজের লোকের সঙ্গেই আছি। এমন কি বেশ কিছু বন্ধুর বাড়িতেও দেখা, ... এক চিলতে খাটের অর্ধেকটা জুড়ে তারা নিজেরা আর বাকি অর্ধেক জুড়ে বইপত্তরের রাজ্যপাট। তো সেই বইপাড়ার বদভ্যাসের শরিক খাস কলকাতার বুকে যে বইপাড়া, তাকে নিয়ে কয়েক ছত্র লিখেছিলাম গত বছর।

এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো শব্দহীন হও, শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর...লেখো আয়ু লেখো আয়ু। - শঙ্খ ঘোষ। কলুটোলা স্ট্রিট থেকে বাঁদিকে বেঁকে গিয়ে কলেজ স্কোয়ার আর কলকাতা ইউনিভার্সিটির মাঝের রাস্তাটা ধরে ট্রাম লাইন বরাবর সোজা হাঁটেননি আর এক বিমূঢ় বিস্ময়ে অবাক হননি কখনও, এমন বাঙালি মেলা ভার! কলকাতার জিনোসাইড যদি কোথাও কোনো একটি সুনির্দিষ্ট হরফে সাক্ষরিত থাকে বরাবর, সে হলো এই বইপাড়া। কোথায় যেন শুনেছিলাম, বাঙালির বেসিক নিড পাঁচটি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, একটা ভদ্র সভ্য কাজের ঠিকানা আর বই। হ্যাঁ, বইয়ের সাথে প্রায় ‘বউ’ এর মতই আমাদের এক ভারী স্নিগ্ধ, সুনিবিড়, শোভন নাড়ির টান। পুরোদস্তুর আবেগপ্রবণ এবং ‘আগমার্কা’ বঙ্গসন্তানের রক্ত যদি ধমনীতে

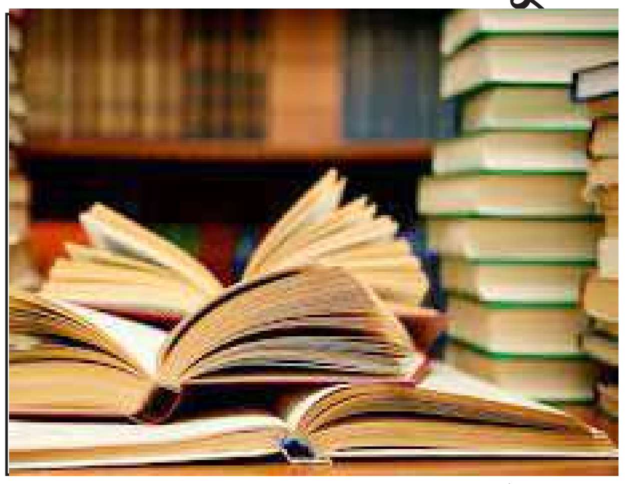

বয়ে চলে, তবে বইয়ের প্রতি আস্থা আর নির্ভরতা বয়েসের সাথে সাথে যে পাল্লা দিয়ে বাড়বেই, এবং কালে কালে তা সহধর্মিনী অথবা স্বামী, সন্তান, সংসারের চাইতে অনেক বেশি আশ্রয়ের ওয়েসিস হবে, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তো এহেন পুস্তকপ্রেমী ও যুগপৎ পেটরোগা বাঙালির জন্যেই যে কলকাতার বুক জুড়ে এমন নিভৃত বইপাড়া থাকবেই আর সঙ্গে থাকবে তার অন্দরমহলের খাস-কথা ফিসফাস করার আদরের প্রাণগুমটি কফিহাউস, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? বৃষ্টির যে কোনো একটা রোদেলা, মেঘলা দুপুর কাটিয়ে আসুন ওই বইবাজারে, হলফ করে বলতে পারি, উল্টে দেখুন, পাল্টে গেছের বদলে যাওয়া কলকাতা নয়, মিথ্যে স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ‘ঝলমল’ চলন্ত সিঁড়ির আরাম -বাজার ও নয়, বরং সেই সুতানুটি থেকে শোভাবাজার হয়ে ওঠার যে সেদিনের সত্যিকারের কলকাতা, তাকে দেখতে পাবেন এখানে, যে কলকাতা কাউকে ফিরিয়ে দেয় না, দেয়নি কখনও। এই কলকাতায় অনেক অভাব আছে, অভিযোগ আছে। ফী শনিবার মিছিল করেন অভাবী খেটে খাওয়া মানুষ এই কলকাতায়। কর্দমাক্ত রাস্তার এক চিলতে কোনায় কোনায় জ্যোতিষী বসেন ভবিষ্যতের ভরসার টিয়াপাখি নিয়ে। ভিড়ভরন্ত রাজপথে মলিন মুখগুলোর ওপর সূর্যের শেষ আলো হেঁটে যায় ট্রামলাইন এর টিকি বাঁধা তারে তারে, কলেজ স্কোয়ারের শুকনো জলসায়রের দিকে। তবুও দিনের শেষে প্রিয় বইটির খোঁজে এ পাড়ায় ভিড় জমে দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। এইখানেই এ কলকাতা আন্তর্জাতিক। এই কিছু না পাওয়া দরদী মানুষজন এখনও এখানে দিনান্তে লেখেন একটা গান, কবিতা পড়েন চারজন এক হলেই, আবার ব্যক্তিগত বিপন্নতা কাঁধের থলেতে ভাঁজ করে রেখে পাশের লোকটির দিকে একটু ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করেন, দাদা, কেমন আছেন? আপনার মুখটা আজ শুকনো দেখাচ্ছে যে? অথবা, উৎসুক লেখককে প্রশ্ন করেন, নতুন কিছু লিখলে নাকি হে? যেন, ওই ‘নতুন কিছু‘ লেখাটির জন্যেই তার জন্মান্তরের অপেক্ষা। একটা কালো চা আর দুটো সস্তার সিগারেট নিয়ে রাস্তার পাশের বেঞ্চিতে বসে দুজন মানুষ যখন মশগুল হয়ে যান একটি ‘বই’ কে কেন্দ্র করে, তখন তাদের অনবধানেই পাশ দিয়ে চলে যায় ঘটর ঘটর মদালস ট্রাম। কোথায় অনেক দুরে পড়ে থকে প্রথমের অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খরচের আশংকা, কোথায় হারিয়ে যায় দ্বিতীয়র চাকরি’টা হয়ত এ মাসেই ইতি’র দৈনন্দিন বুক ঢিপ ঢিপ, কোথায় ঝরে পরে যায়, বুক চিনচিনে দুঃখ, হাতখালি পকেটের টান, ছেড়ে যাওয়া প্রেমিকার পিছু ডাক। সঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে ওই একটি দুটি বইকে কেন্দ্র করে। এই কলকাতা এখনও হারিয়ে যায়নি। এখনো সর্বাঙ্গে জরা মেখে ফুটপাথ জুড়ে আছে সেই ছোটো ছোটো গুমটি দোকানপত্তর আর তার চিরচেনা মরমী দোকানি। আছে প্রায়ন্ধকার কাঠের তাক জুড়ে রোগা,মোটা, পাতলা, সুদর্শন ও সপ্রতিভ এবং দৃষ্টি সুখকর নয় এমন নানা ধরনের, নানা জাতের বই এর পারস্পরিক সহাবস্থান আর তার মাঝের হাবুডুবু পাঠকের উতলা খোঁজটুকু। আপনি হয়তো ইতস্তত ভাবছেন যে এই মলিন শার্ট আর সস্তার ডটপেন কানে গোঁজা দোকানি ফুটপাথের টুলে বসে কিভাবে আপনাকে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সেরা বইটির খোঁজ দিতে পারবে ইত্যাদি অমনি সেই প্রৌঢ় কালো চশমার আড়ালে মৃদু হেসে, আপনাকে ঠিক নিয়ে যাবেন গার্সিয়ার প্রিয়তম পঙতিটির কাছে। এমনি এক বৌদ্ধিক খামখেয়ালিপনায় অভ্যস্ত এই বইপাড়ায় প্রায় অশিক্ষিততম দোকানিও জানেন কোন বই কেমন কাটে বাজারে! কতটা ঘুনপোকা আর কতটা গ্রন্থ কীটে!

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং এ সারবাঁধা পুরনো বই এর দড়িতে ঝোলানো বইগুলোর মধ্যে কত যে মণিমুক্তো ছড়িয়ে রয়েছে পাতায় পাতায়, তা বোধকরি এ জীবনে আর দেখা শেষ হবে না। অনেক কর্মনাশা, অলস দুপুরে রাস্তায় কেটেছে আমার। ধুলো মাখা, কোনা মোড়া অথবা উইতে কাটা রাস্তার পাশের ফেলে দেওয়া বই এর স্তূপে অদ্ভূত উত্তেজনায় আঁতিপাতি চোখ খুঁজেছে এমন একটা পুরনো বই, যা বদলে দিতে পারে আমার পৃথিবী বা পৃথিবী বিষয়ক যা কিছু ধারণা। মনে হয়, যেন কোনো ছদ্মবেশী সম্রাট ওখানে মলিন মলাটের পোশাক পড়ে শুয়ে আছেন, আর আমি তাকে মোটেও চিনতে পর্যন্ত পারছি না।

সম্পাদক সমীপেষু,

পণ্ডিত রবিশঙ্কর ম্যাজিক দেখাতেন

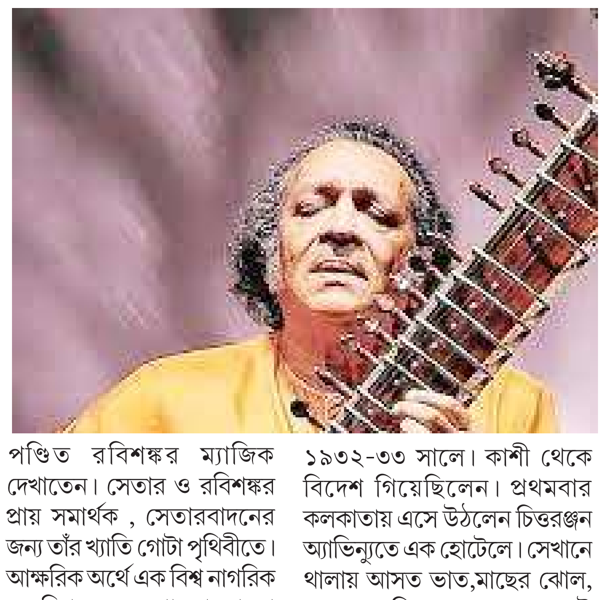

পণ্ডিত রবিশঙ্কর ম্যাজিক দেখাতেন। সেতার ও রবিশঙ্কর প্রায় সমার্থক, সেতারবাদনের জন্য তাঁর খ্যাতি গোটা পৃথিবীতে। আক্ষরিক অর্থে এক বিশ্ব নাগরিক! রবিশঙ্করের কথা আলোচনা হলে মাইহার, জর্জ হ্যারিসন, গ্র্যামি,সত্যজিৎ রায়ের কথা চলে আসবে। রবিশঙ্করের মাথায় হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাবার মত হও,দাদার মতো নাম করো। তারপর শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবৃত্তি। সেই আবৃত্তি চিরকালের মত রবিশঙ্করের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের ছবির সুর করেছেন, আলি আকবর খাঁ’র সঙ্গে রবিশঙ্কর গড়ে তুলেছেন বিশ্ববন্দিত যুগলবন্দি। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে আটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পণ্ডিত রবিশঙ্কর যা ছুঁচ্ছেন, যেন সব সোনা হচ্ছে। অবশ্য ছয়ের দশকের মাঝখানে যখন বিটল জর্জ হ্যারিসন তাঁর শিষ্য হওয়ায় নতুন যে এক খ্যাতি এলো সেটা এককথায় রূপকথার নামান্তর। মাইহারে বাবা আলাউদ্দিনের আশ্রমে তিনি যখন সেতার শিখতে যাচ্ছেন তখন যৌবনের একেবারে ঊষালগ্নে। এর আগে দাদা উদয়শঙ্করের নাচের ট্রুপে দেশ- বিদেশে ঘোরা হয়েছে, তাঁর নিজের কথায় ‘ওড়াউড়িও শুরু হয়েছে’। কলকাতা শহরের সাথে রবিশঙ্করের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩২-৩৩ সালে। কাশী থেকে বিদেশ গিয়েছিলেন। প্রথমবার কলকাতায় এসে উঠলেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে এক হোটেলে। সেখানে থালায় আসত ভাত,মাছের ঝোল, অসম্ভব তৃপ্তি করে খেতেন। সেই অনুভূতি তাঁর কাছে ছিল একদম স্পেশাল। বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন কে দেখেছেন তাঁর সাথে কথা বলেছেন। রমাঁ রঁলাও থেকে বিশ্বের সেরা ব্যক্তিত্বদের প্রায় সবার সাথে দেখা ও কথাও হয়েছে, কিন্তু রবিশঙ্কর সব কিছুর উর্ধ্বে রাখতেন প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ কে নিজের চোখে দেখা,তাঁর থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্তি ও বিশ্বকবির নিজের গলায় আবৃত্তি শোনা। কবির সাথে দেখা করতে গিয়ে প্রণাম করেছেন। রবিশঙ্করের মাথায় হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাবার মত হও,দাদার মতো নাম করো। তারপর শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবৃত্তি। সেই আবৃত্তি চিরকালের মত রবিশঙ্করের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। বাংলার রবি তথা রবীন্দ্র শঙ্কর চৌধুরী রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর জীবনসঙ্গিনীরাও সে অর্থে কেউ ঠিক নেপথ্যচারিণী নন। প্রথমা স্ত্রী অসাধারণ গুণী সুরবাহার শিল্পী অন্নপূর্ণা। স্বামীর সঙ্গে আসরে যুগলবন্দী করেছেন। অনুরাগীরা অবশ্য আজও দুঃখ পান রবিশঙ্কর ও অন্নপূর্ণার মত দুই পারফেকশনিস্টের আরও দীর্ঘ ও দাম্পত্য ও যুগলবন্দী দেখতে পেলেন না। এই অভাব কোনও দিন পূরণ হওয়ার নয়।

বিজেপির পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ, ঘটনাস্থলে লকেট

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ২৮ এপ্রিলঃ বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচনী ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা ছেড়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে সিঙ্গুর থানায়।

বিজেপি কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সিঙুর ২ নং পঞ্চায়েতের কালুরায়তলা এলাকায়। বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া একাধিক নির্বাচনী ফ্লেক্স আজ সকালে স্থানীয় একটি পুকুরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাশাপাশি দলীয় পতাকাও পুকুর পাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে সিঙ্গুরের আনন্দ নগর পঞ্চায়েতের ছয়ানী মন্দিরতলা এলাকায় বিজেপির একাধিক ফ্লেক্স, পতাকা ছিঁড়ে তা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সিঙ্গুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি তারাপদ ঘোষ। এরপরই এই ঘটনার প্রতিবাদে দুষ্কৃতী বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দাবিতে সোচ্চার হয়েছে বিজেপি। পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার প্রসঙ্গে সিঙ্গুর বিধানসভার বিজেপি ১ মণ্ডলের সভাপতি তারাপদ ঘোষ জানান, গতকাল রাতে সিঙ্গুরের কালুরায় তলা এলাকায় ব্যানার, ফেস্টুন ছিড়ে ফেলে দিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ নগর পঞ্চায়েতে একই ভাবে সমস্ত ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি। এরপরই ঘটনাস্থলে যান লকেট চট্টোপাধ্যায়। পরিদর্শন করে তিনি বলেন, ''তৃণমূল চিরাচরিত ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মানুষ যখন ঘুমায় তখন ওরা ডাকাতি করতে বের হয়। গতকাল রাতে তৃণমূলের মস্তানরা এসে এগুলো ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এরা মানুষের মনকে তো ফেলতে পারবে না। সিঙ্গুরের মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করতে শুরু করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে।'' যদিও পাল্টা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ওরা নিজেরাই নিজেদের ফ্লেক্স ব্যানার ছিঁড়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্ধ প্রকাশ পাচ্ছে ওদের। এটা ঠিক নয়। আমাদের দলের এটা কালচার নয়।''

মমতার আমলে বাংলায় কুশাসন, জঙ্গিদের সঙ্গে সমঝোতা! নাড্ডা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৮ এপ্রিলঃ বাংলা জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জঙ্গিদের সঙ্গে আপোস করছে, নির্বাচনী প্রচারে বারে বারে এই ইস্যুতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে বিজেপিকে। প্রচারে বঙ্গ বিজেপি থেকে শুরু করে গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সকলেই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলতে ছাড়েনি। এবার সেই সুর শোনা গেল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার গলায়। বাংলায় ভোট প্রচারে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আপোস করে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রবিবার রাজ্যে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। চলতি লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য বিজেপির হয়ে প্রচারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। তবে এই প্রথম রবিবার সভা করলেন জে পি নাড্ডা। রবিবার দুটি সভা করেন তিনি। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের জলিরবাগান মাঠে প্রথম সভা থেকেই এদিন তৃণমূল সরকারকে

নিশানা করেন নাড্ডা। বিজেপি প্রার্থী চিকিৎসক নির্মল কুমার সাহার সমর্থনে সভা করেন তিনি। তৃণমূল সরকারের জঙ্গিদের প্রশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গে এদিন নাড্ডা বলেন, ''মমতার সরকার বাংলার বদনাম করেছে। আমরা মজবুত সরকার তৈরি করতে চাই। আর মমতার সরকার তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে। ভেদাভেদ করে। জঙ্গিদের সহানুভূতি দেখায়।'' বদলে কেন্দ্রের মোদি সরকারের প্রশংসায় তাঁর বক্তব্য, ''যখন পাকিস্তান আমাদের উপর হামলা চালায় তখন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ সার্জিকাল স্ট্রাইক করে। মোদি সরকার আতঙ্কবাদীদের ঘরে ঢুকে মারে। ইউপিএ-র সময় যে সব কাশ্মীরি জঙ্গি ছিল তাদের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে নিমন্ত্রণ করা হত। এটাই ছিল তখন মজবুত সরকারের নমুনা।'' এ যাবৎ কালে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালির ঘটনাকে বিরোধীদের সুর চড়ানোর অন্যতম বিষয় হতে দেখা গিয়েছে। এদিন জে পি নাড্ডাও সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে সরব হন। তাঁর কথায়, ''শেখ শাহজাহানকে আড়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় নারী নির্যাতন হয়েছে। বাংলায় এখন মা-বোনোরা সুরক্ষিত নয়। সন্দেশখালি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'' বহরমপুরে ভোটের প্রচারে সন্দেশখালিতে অস্ত্র উদ্ধারের প্রসঙ্গও নাড্ডার বক্তব্যে উঠে আসে। তিনি বলেন, ''যেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা যেত সেখানে এখন গুলি-বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোন পথে মমতা নিয়ে যেতে চাইছেন বাংলাকে? ভয়, হুমকি দেখিয়ে ভোট জিততে চাইছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। সুভাষ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দরা কি এই বাংলাই দেখতে চেয়েছিলেন?'' এদিনই নাড্ডার দ্বিতীয় সভা রয়েছে নদিয়ার বগুলা আইটিআই কলেজ মাঠে।

অবশেষে খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিলঃ প্রতিদিনই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল গবাদি পশু। কোথায় যাচ্ছে, কী হচ্ছে বুঝতে পারছিলেন না এলাকাবাসী। তারপরই বনদফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। আর এরপরই খাঁচায় বন্দি হল চিতাবাঘ। দক্ষিণ হাঁসখালি খেরবাড়ি ক্যাম্পে চা বাগান এলাকার ঘটনা। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সোহেল রানা, আবদুল গফুর, আফতাবুল আলম, মজিউল হক জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে এক চিতাবাঘ। সে এসে ছাগল-গরু খেয়ে ফেলেছে। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগ নিয়ে গোবাদি পশুদের রক্ষা করার জন্য কাঠামবাড়ি আপালচাঁদ রেঞ্জ অফিসে সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গত দু'দিন আগে একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। আজ পুনরায় সেই এলাকা থেকে ভোররাতে আরও একটি চিতাবাঘ খাঁচা বন্দি হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী মেহবুব আলম বনদফতরের এহেন উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বনদফতর সূত্রে খবর, বাঘটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরে সুরক্ষিত স্থানে ছেড়ে দেওয়া হবে। পরপর দুদিনের মধ্যে দুটি বাঘ একই এলাকা থেকে খাঁচাবন্দি আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন।

২২ হাজারের মোবাইল কিনে দিতে পারেনি হতদরিদ্র বাবা, গলায় কীটনাশক ছেলের

দুরন্ত বার্তা, তপন, ২৮ এপ্রিলঃ দাবি ছিল দামি মোবাইলের। কিন্তু, কিনে দিতে পারেনি পরিবার। এরইমধ্যে চরম কাণ্ড করে ফেলল ক্লাস নাইনের ছাত্রটা। খেয়ে ফেলল কীটনাশক। হল মৃত্যু। পরিবারের সদস্যরা বলছেন পছন্দ মতো মোবাইল কিনে না দেওয়াতেই অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার রামপুরের সূর্য সোরেন(১৫)। সে স্থানীয় রামপুর হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করতো বলে জানা গিয়েছে। রবিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃত কিশোরকে প্রায় বছর খানেক আগে একটি স্মার্টফোন কিনে দিয়েছিল পরিবার। বাবা পেশায় কৃষক। পরিবারের রয়েছে পাঁচজন। গত কিছু দিন ধরে ওই কিশোর ২২ হাজার টাকা দামের মোবাইল কিনবে বলে জেদ ধরে। কিন্তু, কীভাবে মিটবে ছেলের দাবি, তা ভেবেই কূলকিনারা পায়নি ওই হতদরিদ্র ওই পরিবারের লোকজন। তাও ছেলের জেদের কাছে হার মেনে মোবাইল কিনে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন সূর্যর বাবা বিপ্লব সোরেন। কিন্তু ছেলে সময় দিতে রাজি নয়। এতেই বকাবকি করেছিল পরিবার। শেষে গত ৮ তারিখ কীটনাশক খায় ওই কিশোর। বিষয়টি নজরে আসতেই তাকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল গভীর রাতে মৃত্যু হয় কিশোরের। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, গেম খেলার জন্য দামি মোবাইল চেয়েছিল। কিন্তু অত টাকা ছিল না তাঁদের কাছে। সে কারণেই কিনে দিতে পারেননি। তবে চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু, এরই মধ্যে যে এই কাণ্ড করে ফেলবে ওই কিশোর তা কিছুতেই আশা করতে পারেনি পরিবারের সদস্যরা।

মহিলাকে 'খুন'? শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, স্বরূপনগর, ২৮ এপ্রিলঃ প্রেম করে বিয়ে। কিন্তু তারপরও সংসারে লেগে থাকত অশান্তি। তবে মেয়ের পরিবার ভাবতেও পারেনি সারা জীবনের মতো হারাতে হবে তাঁদের মেয়েকে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ি থেকে খুন করা হয়েছে তাঁকে। ঘটনায় গ্রেফতার স্বামীসহ গ্রেফতার তিন। উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের সগুনা জিপির কাচদহ গ্রামের ঘটনা। জানা গিয়েছে, ফেসবুকে পরিচয় থেকে বিয়ে হয়েছিল আমেনা বিবি ও মফিজুল মণ্ডলের। এর মধ্যে আমিনার বাড়ি বাঁশবণী গ্রামে। আট মাস আগে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন মহিলা। বাচ্চাটির বয়স ১ বছর ৩ মাস। আমিনার বাপের বাড়ির অভিযোগ, সন্তান জন্মের পর থেকে নির্যাতন শুরু হয় মহিলার উপর। তাঁকে মারধর করা হত বলেও দাবি পরিবারের। এরপর শনিবার রাত্রি দশটা নাগাদ মেয়ের বাড়ির লোকজনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর দেওয়া হয় যে তাঁদের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে চলে আসেন তাঁরা। অভিযোগ, তবে শ্বশুরবাড়ি এলেও মেয়েকে দেখতে পাননি। আমিনরা শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানায় তাঁকে শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। অপরদিকে, হাসপাতালে মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতাল পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে ওই তিন অভিযুক্তকে তদন্তের স্বার্থে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তোলা হয়েছে বসিরহাট মহকুমা আদালতে।

হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপি নেতার বাড়ি বোমা বিস্ফোরণ, তদন্তে নামল সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২৮ এপ্রিলঃ হাসনাবাদে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার বিজেপি নেতার ভাই। ফাঁসানোর অভিযোগ তুলেছে ধৃত দিলীপ দাসের পরিবার। সন্দেশখালিতে রোবট নামার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেঁপে ওঠে বিজেপি নেতা নিমাই দাসের ভাই দিলীপ দাসের বাড়ি। গ্রেফতার করা হয় দিলীপ দাসকে। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের ঘটনা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিআইডি। আজ সকাল থেকেই দিলীপ দাসের বাড়ি ঘিরে রেখেছেন পুলিশ কর্মীরা। তবে এলাকাবাসীর দাবি, দিলীপবাবুকে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি এই ধরনের কাজ করতে পারেন না। তৃণমূলের দল তাঁর বাড়িতে বোমা মজুত করে তারপর তাঁকে ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আবার শাসকদলের দাবি, দিলীপ দাস বোমা মজুত রাখতেন। এই নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে এখনও। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ''এটা পুরো পরিকল্পনা মাফিক। কারণ একটু পিছনে গেলে

দেখা যাবে ভোটের আগে নিমাই দাস, দিলীপ দাসরা গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলেন। মিথ্যা মামলায় এদের জড়িয়ে দিয়েছিল। এবারও তাই করেছে। গত পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত এই কাজ করেছে। আর দিলীপদা বৈষ্ণব মানুষ। এই কাজ করতে পারে না।'' এ দিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। তিনি বলেন, ''এই অত্যাচার আর কতদিন করবে। চার তারিখের পরে সব উত্তর পেয়ে যাবে।'' প্রসঙ্গত, গতকাল বিজেপি নেতার বাড়ি বোমা ফাটার ঘটনায় মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আসানসোলের সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করার সময় জানান, বোমা ফাটার খবর তাঁর নজরে এসেছে।শুধু তাই নয়, সন্দেশখালিতে কমান্ডো নামানো নিয়েও কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, কেন এত মিথ্যা কথা বলেন আপনারা? সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, এক তরফা ভাবে চলে এল। রাজ্য পুলিশকে জানালো না। কেউ জানতেই পারল না কী কী মিলেছে। কোথা থেকে মিলেছে। এটাও তো হতে পারে ওরা গাড়ি করে নিয়ে এসেছে। কোনও প্রমাণ নেই ওইগুলো ওইখানে ছিল।

বাঁশের মাচায় বসে জমিয়ে মুড়ি খেলেন সুভাষ সরকার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ এপ্রিলঃ তীব্র গরম। তার মধ্যেই চলছে ভোটের প্রচার। এর আগে সাত সকালেই রাস্তা ধারে গাছের ছায়ায় বাঁশের মাচায় বসে দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে জমিয়ে মুড়ি খেয়ে রবিবাসরীয় ভোট প্রচার সারলেন বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে যান সুভাষ সরকার। সেখানে আম গাছের ছায়ায় বাঁশের মাচায় দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে বসে পড়েন সুভাষ সরকার। আলোচনার ফাঁকেই শালপাতার ঠোঙায় চপ, বেগুনি, শসা, পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে জমিয়ে মুড়ি খান সুভাষ সরকার। মুড়ি খাওয়ার সঙ্গেই চলতে থাকে রাজনৈতিক আলোচনা। মুড়ির

নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে আলোচনার ফাঁকে সেরে নিলেন স্থানীয় মানুষের সাথে জনসংযোগও। আর সবশেষে দলের ঘোষিত কর্মসূচি চায়ে পে চর্চার ঢঙে বললেন, 'মুড়ির আড্ডা'। বাঁকুড়া লোকসভায় ষষ্ঠ দফায় ২৫ মে নির্বাচন। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই একদিকে যেমন প্রকৃতির উত্তাপ বাড়ছে তেমনই প্রচারের তেজ বাড়াচ্ছে ডান বাম সব দল। প্রবল গরমেও ভোট প্রচারে খামতি রাখছেন না কেউ। আজ সাত সকালেই দলের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া শহর লাগোয়া পুয়াবাগান মোড়ে পৌঁছে আড্ডায় বসে এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও সেরে ফেলেন সুভাষ সরকার। পেশায় চিকিৎসক সুভাষ সরকারের দাবি, এই গরমে শরীর থেকে ঘামের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে নুন বের হয়ে যাওয়ায় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই এই গরমে মুড়ি খাওয়া স্বাস্থ্যকর। আর তাছাড়া বাঁকুড়ার মানুষ জলখাবারে মুড়ি খাওয়াই পছন্দ করে। নিজে বাঁকুড়ার মানুষ হওয়ায় তাঁরও মুড়িপ্রিতি রয়েছে। আর তাই প্রচার, জনসংযোগ ও রাজনৈতিক কাজের মাঝে মাঝেই এভাবে তিনি বসে পড়ছেন মুড়ির আড্ডায়।

ভিসকো ট্রেড এসোসিয়েশন লিমিটেড

সিআইএন-এল৫৭৩৩৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৬২৮

রেজিস্টার্ড অফিসঃ পি-৪৫, গরাগাছা রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩

ওয়েবসাইটঃ www.viscotradeassociates.in; ই-মেলঃ travevisco@gmail.com

নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত)

৩১শে মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য (টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	একত্রিত				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	
		৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	৩৯৭৬.৩৪	৬৭৯২.৮১	৩০৬৮.৯	২২০৮৮.৩৫	৮৬২৮.১৬
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	৬৮৫.০৪	১৫২৯.১২	(৮৫৭.২৯)	৩৯৪৩.৪২	(৮৩৭.৫১)
৩.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি)	৫৩৭.০৫	১১৮৭.৬০	(৮৫৫.৪৮)	৩৩২০.৮৩	(৮৫০.৫৫)
৪.	সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় / (ক্ষতি)	১৩.৩০	(২০.৩১)	(১.৪২)	৩১.২৭	১০.৬৫
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি)	৫৫০.৩৫	১১৬৭.২৯	(৮৫৬.৯০)	৩৩৫২.১০	(৮৩৯.৯০)
৬.	পরিশোধিত শেয়ার মূলধন (প্রতিটি অভিহিত মূল্য টাকা ১০/-)	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (অনিয়ন্ত্রিত স্বার্থ সহ)				৮৮০৯.৩৭	৫৫০৫.৩১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি অভিহিত মূল্য টাকা ১০/-) (ক) মৌলিক ও মিশ্রিত (বার্ষিক নয়)	১১.১৮	২৪.৭৩	(১৭.৮১)	৬৯.১৪	(১৭.৭১)
৯.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ (টাকা)	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	
		৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	৩৭৩৫.৯৭	৬৫২১.১৭	২৮৪৪.৮২	২১১৫৫.২৭	৭৮০১.৬২
২.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি)	৬৭৫.০২	১৫১৫.০৭	(৮৮৮.১২)	৩৯১৬.৬৫	(৯৬১.০৪)
৩.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি)	৫২৭.৪২	১১৭৪.২১	(৮৮২.১৭)	৩৩১২.৭৪	(৯৬৩.৬৯)
৪.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি)	৫৪০.৭২	১১৫৩.৯০	(৮৮৩.৪৭)	৩৩৪৩.৯৯	(৯৫২.৯২)
৫.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি অভিহিত মূল্য টাকা ১০/-)					
	(ক) মৌলিক ও মিশ্রিত (বার্ষিক নয়)	১০.৯৮	২৪.৪৫	(১৮.৩৭)	৬৮.৯৭	(২০.০৭)

বিঃদ্রঃ
১. ৩১শে মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উপরোক্ত বিবৃতি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৬ এপ্রিল, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২. ৩১শে মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) উপরোক্ত বিবৃতিটি তালিকা প্রবিধানের প্রবিধান ৩৩ এর অধীনে প্রয়োজনীয় আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস। উল্লিখিত ফলাফলগুলির সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.viscotradeassociates.in এবং www.bseindia.com-এ উপলব্ধ

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
বিনয় কুমার গোয়েঙ্কা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০১৬৮৭৪৬৩

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬শে এপ্রিল, ২০২৪

দাহ্য বস্তু ঠাসা! ভাঙড়ের গোটা কারখানা গিলে খেল বিধ্বংসী আগুন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৮ এপ্রিলঃ ভাঙড়ের পোলেরহাট থানা এলাকায় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। রবিবার দুপুরে পোলেরহাটের অনন্তপুরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে যায় একটি কারখানায়। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই আগুন। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, অনন্তপুরের যে কারখানাটিতে আগুন লেগেছে, সেখানে মূলত সবজি রাখার প্লাস্টিকের ট্রে তৈরি করা হত। আজ দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ আগুন লাগে কারখানায়। আগুনে যেভাবে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, তা দেখে অনুমান করা হচ্ছে প্রচুর দাহ্য বস্তু মজুত রাখা ছিল কারখানায়। আগুনের ভয়াবহতা এতটাই বেশি, যে ধারেকাছে

ঘেঁষতে পারছিলেন না কেউ। আগুন লাগার বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদেরই প্রথম নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছাতে বেশ অনেকটা সময় লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ার প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান বলে দাবি এলাকাবাসীদের। শেষ পর্যন্ত দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে দু'টি ইঞ্জিনের চেষ্টাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এদিকে দমকলের ইঞ্জিন দেরিতে আসার অভিযোগে আজ এলাকাবাসীরা পোলেরহাট থানার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকাবাসীরা। অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে দমকল কর্মীদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

শীতলকুচির রক্তের দাগ বিজেপি প্রার্থীর হাতে রয়েছে, তাই বিজেপি ভিতর থেকে প্রার্থী পদ বাতিল করেছে। ব্রাত্য বসু

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ এপ্রিলঃ কে বলতে পারে বিজেপি প্রার্থী পদ ভিতর থেকে বাতিল করে নি বিজেপি। কারণ, শীতলকুচির রক্তের দাগ প্রার্থীর হাতে রয়েছে বললেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, ''এই বুঝে বিজেপি ভিতর থেকে করেছে।'' এভাবেই দেবাশিস ধরের মনোনয়ন বাতিল প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, জেলা শিক্ষক সংগঠনের নেতা প্রলয় নায়েক প্রমুখ। রুদ্ধদ্বার কর্মীসভার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিক্ষামন্ত্রী। বীরভূম জেলায়, শিক্ষক শিক্ষিকা, অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি ওয়েবকুবা অর্থাৎ অধ্যাপক সমিতি নিয়ে আলোচনা হলো। দুদিনের এই সফরে সোমবার রামপুরহাট, ময়ুরেশ্বর এবং হাঁসনে বৈঠক হবে। রবিবার কর্মী বৈঠকের পর সন্দেশখালিতে এন এস জি কামাণ্ডো প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, ''সন্দেশখালিতে ফলাফল প্রকাশ হলে সব পরিস্কার হয়ে যাবে। বাংলাকে ম্যালাইন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'' এসএসসি কিসের ভিত্তিতে অযোগ্য চাকরি প্রার্থী ভাগ করেছে তা আমি বলতে পারব না, স্পষ্ট করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি, চাকরিহারারা ভোট কর্মী হিসাবে কাজ করার অর্থ নির্বাচন কমিশন তাদের যোগ্য মনে করছেন, এই বিষয়টি সুপ্রিমকোর্টে

জানাতে পারে রাজ্য ও এসএসসি, বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। এমনকি, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যপাল দ্বারা নিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যরা 'বেআইনি' বলেন ব্রাত্য বসু। প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমরা শীর্ষ আদালতে গিয়েছি। সেই রায়ের অপেক্ষায় আছি। এই ভাবে এতজনের চাকরি বাতিল করা যায় না।'' তবে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনে দেখা গেল চাকরিহারারা ভোট কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। তা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''বলছে চাকরি নেই, অথচ কমিশন ভোট কর্মী হিসাবে রেখেছে। তাহলে নির্বাচন কমিশন তাদের অযোগ্য মনে করেনি। আমাদের মতকেই মান্যতা দেওয়া হলো। এই পয়েন্টটা আমরা সুপ্রিমকোর্টে জানাতে পারি।'' শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট করেন, ''যোগ্য-অযোগ্য বিচার এসএসএস করেছে। এসএসসি স্বশাসিত একটা সংস্থা। কিসের ভিত্তিতে তারা যোগ্য-অযোগ্য বিচার করেছে, সেটা আমি বলতে পারব না। তারাই বলতে পারবে। এখন প্রায় ২৬ হাজার চাকরি প্রার্থীর ভবিষ্যৎ দেশের শীর্ষ আদালতের হাতে। কিছু শিক্ষক আমার কাছে কান্নাকাটি করেছেন। তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, কিভাবে ম্যানিপুলেট করে সরানো হলো? যেটা আমাদের নেত্রী বলেছেন, চাকরি খেকোদের যে উন্মত্ত আনন্দ! দেখুন ব্যাপারটা সাবজুডিস, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট অবধি গেছে। সেটা আইনী লড়াই। যেটা রাজ্য সরকার, এসএসসি এবং মাধ্যমিক বোর্ড লড়বে। সবাই আদালতে গেছেন। মানুষ দেখুক, তৃণমূল আমলে চাকরি খেতে, চাকরি নিয়ে খারাপ কথা বলতে, এবং যোগ্যদের চাকরি খাওয়ার পর রাম-বামেদের যে উল্লাস, সেটার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।''

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়োওন্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭

ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০; ই-মেলঃ cs@skpsecurities.com; ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com

৩১শে মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	৯০৬.৮৪	৫৪৭.৪২	৩,০৮৭.৫৮	২,২৫৯.৫৬
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	৩৯১.৩১	৬৫.৯৯	১,১৫৪.৬৯	৪৯২.০৭
৩.	ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	২৮৪.৭৬	৩৯.৪২	৮৬৪.৫৫	৩১০.২৩
৪.	অন্যান্য ব্যাপক আয়	১৭.২৫	(৩.৩১)	১৩.৫৫	(১.৩০)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাফা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	৩০২.০১	৩৬.১০	৮৭৮.১০	৩০৮.৯৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (অভিহিত মূল্য টাকা ১০/-)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭.	আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)		-	৩,৫০২.৭০	২,৬৯২.৬৮
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা ১০/- প্রতিটি)				
	১. মৌলিক (টাকা)	৪.১৮	০.৫৮	১২.৭০	৪.৫৬
	২. মিশ্রিত (টাকা)	৪.১৮	০.৫৮	১২.৭০	৪.৫৬

বিঃদ্রঃ উপরে এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skpsecurities.com)।

বোর্ডের পক্ষে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা/- নীলকুঞ্জ পচেসিয়া
কার্যনির্বাহী পরিচালক
ডিআইএন-০৬৯৩৩৭২০

স্বাক্ষরের স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭শে এপ্রিল, ২০২৪

ব্যক্তিগত সম্পদ। ব্রোকিং। ডিস্ট্রিবিউশন। প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি। বিনিয়োগ ব্যাংকিং

এনএসই এবং বিএসইঃ আইএনজেড০০০১৯৯৩৩৫। এনএসডিএল এবং সিডিএসএলঃ আইএন-ডিপি-১৫৫-২০১৫। আরএঃ আইএনএইচ৩০০০০২৯০২। পিএমএসঃ আইএনপি০০০০০৬৫০৯। এমবিঃ আইএনএম০০০০১২৬৭০। এএমএফআইঃ এআরএন০০০৬

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ভারতের ফ্যাশনে বারবার উঠে আসছে আরেক তরুণীর নাম, তিনি কে জানুন

রাজকন্যার রাজকীয়সব ব্যাপার স্যাপারের কি কেবল রূপকথার গল্পের বইতেই মেলে! বাস্তবেও এখনো দেখা মেলে রাজকন্যাদের। যদিও সংখ্যায় তাঁরা খুবই নগন্য। ভারতের ধনকুবের আর রাজপরিবারের অনেকেই ফ্যাশনিস্তা হিসেবে নাম কুড়িয়েছেন। আম্বানি পরিবারের নারীরা তো জনপ্রিয়তায় বলিউড তারকাদেরও পেছনে ফেলতে পারবেন! ভারতের ফ্যাশনে বারবার উঠে আসছে আরেক তরুণীর নাম। তিনি সরাসরি রাজপরিবারের সদস্য। রাজস্থানের রাজকুমারী গৌরবী কুমারী। 'হারপারস বাজার' (ইন্ডিয়া), 'ফেমিনা'সহ ভারতের বিভিন্ন ফ্যাশন ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে দেখা গেছে ২৪ বছর বয়সী এই রাজকুমারীকে। প্যারিস ফ্যাশন উইকসহ আন্তর্জাতিক নানা ফ্যাশন উৎসবেও অতিথি হিসেবে নেমন্তন্ন পান গৌরবী। সম্প্রতি খুলেছেন নিজের ক্লোদিং ব্র্যান্ড। আর সেই প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীই ভারতের রাজস্থানের জয়পুরের স্থানীয় নারীরা। ফ্যাশনিস্তা ও ফ্যাশন ব্যবসায়ী এই রাজকুমারী সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

গৌরবী কুমারীর পুরো নাম রাজকুমারী শ্রী গৌরবী কুমারী লাল সাহিবা। তিনি মহারাজকুমারী শ্রী দিয়া কুমারী সাহিবার একমাত্র কন্যা গৌরভী কুমারীর মা দিয়া কুমারী রাজপরিবারের সদস্য হয়েও একজন সাধারণ মানুষকে বিয়ে করেছিলেন। ১৯৯৪ সালের সেই বিয়ে ২০১৮ সালে ভেঙে যায়। দিয়া কুমারী ভারতের সংসদ সদস্য। সেই সঙ্গে তিনি রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী। গৌরবীর মায়ের মোট সম্পদের পরিমাণ ২. ৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩০ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা!

ছবিতে ফেমিনার প্রচ্ছদে মামেয়ে

জয়পুরের রাজমাতা মহারানি গায়ত্রী দেবী তাঁর নানির মা। রাজমাতা পদ্মিনী দেবী তাঁর নানি।

ফ্যাশনে রাজকীয় ঐতিহ্য আর আধুনিকতাউভয়কেই ধারণ করেন গৌরবী কুমারী। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীসংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ২ লাখ ৬৪ হাজার (২১ এপ্রিল পর্যন্ত)। বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ম্যাগাজিন 'হ্যালো'র ভারতীয় সংস্করণের এপ্রিল সংখ্যায় ভারতের সবচেয়ে সুন্দর ২৮ মানুষের একজন হয়েছেন গৌরবী। মাত্র ১১ বছর বয়সেই গৌরবী বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে কেউ তাঁর পরিচয় জানত না। ফলে অন্য সবার মতোই স্বাভাবিক শৈশব পেয়েছেন এই রাজকুমারী। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন' নিয়ে স্নাতক করেন গৌরভী। স্নাতক শেষে গৌরবী নিউ ইয়র্কের পেপার ম্যাগাজিনে শিক্ষানবিশী করেন। ফটোশুটের স্টাইলিং করাতেন। তখন থেকেই তিনি ফ্যাশন ব্যবসাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে গৌরবী চালু করেছেন তাঁর নিজের ক্লোদিং ব্র্যান্ড পিডিকেএফ (প্রিন্সেস দিয়া কুমারী ফাউন্ডেশন)। এটা তাঁর মা দিয়া কুমারীর সমাজসেবামূলক কাজের প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ। ছবিতে মা ও ভাইয়ের সঙ্গে। এখানে রাজস্থানের স্থানীয় নারীরাই কাজ করেন। তাঁদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।গৌরবী তাঁর ফ্যাশন ব্র্যান্ডকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়ে যেতে চান। সেই সঙ্গে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্থানীয় নারীদের ভাগ্যের পরিবর্তন চান। ইতিমধ্যে ফরাসি ও মার্কিন দুটি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাচ্ছে গৌরবীর ব্র্যান্ডের পোশাক।ছবিতে বলিউড তারকা কারিনা কাপুরের সঙ্গে।গৌরবী নিজেও রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে ভালোবাসেন। আর ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। রাজকুমারী বলে যে তিনি শরীরে রাজকীয় পোশাক চাপিয়ে ঘুমাতে যান বা ঘুম থেকে ওঠেন তা নয়। গৌরবী বলেন, 'আর সব তরুণীর মতো আমিও প্রিন্টের পায়জামা আর আরামদায়ক টপ পরেই ঘুম থেকে উঠি।'গৌরবী ঘুম থেকে উঠে কফি দিয়ে দিন শুরু করেন। জিমে যান। সকালের নাশতা সেরেই তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবী নারীদের সঙ্গে দেখা করেন। মিটিং সারেন। প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও পিডিকেএফ স্টোরে গিয়ে সময় কাটান। ছবিতে পিডিকেএফ স্টোরের কর্মজীবী নারীরা। গৌরভী প্রতিদিন পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়েন। টেলিভিশনও দেখেন। অবসরে তিনি প্রকৃতি আর পোষা প্রাণীদের সঙ্গে সময় কাটান।ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন এই রাজকুমারী।গৌরবী নিজের প্রতি সৎ থাকা, দুশ্চিন্তামুক্ত ইতিবাচক জীবনযাপন, অন্যকে সাহায্য করা আর প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়াএই বিষয়গুলোর ওপর জোর দেন।

গ্রেফতার চম্পকনগর গুলিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

আগরতলা, ২৮ এপ্রিলঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চম্পকনগরে তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ ও পিস্তল সহ গ্রেফতার এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম রবীন্দ্র দেববর্মা। বাড়ি খুমলুঙে। গড়িয়া পূজার রাতে রবীন্দ্র দেববর্মা পিস্তল উঁচিয়ে এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে মারপিট করে এবং পিস্তল থেকে গুলি চালিয়ছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে গত ২৬ এপ্রিল রাতে খুমলুঙ বাড়ি থেকে ঘটনার মূল অভিযুক্ত রবীন্দ্র দেববর্মাকে গ্রেফতার করে চম্পকনগর থানার পুলিশ। শনিবার তাকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হয়। আদালত তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। পুলিশ রিমান্ডে কড়া জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ খুমুলুঙে তার বাড়ির কাছ থেকে ঘটনায় ব্যবহৃত পিস্তল সহ তিন রাউন্ড গুলি ও দুইটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করে শনিবার গভীর রাতে। জানা গিয়েছে, গড়িয়া পূজার দিন ধৃত রবীন্দ্র দেববর্মা তার তিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চম্পকনগরের বাসিন্দা চিরঞ্জিত দেবনাথের বাড়ীতে যায়। কোন এক বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। তারপর মারধর করা হয়। চিরঞ্জিতের বাড়ির লোকের চিৎকার করলে ছুটে আসে রবীন্দ্র দেববর্মা পিস্তল বের করে গুলি চালায়। সহযোগীদের নিয়ে পালিয়ে যায়। রবীন্দ্র দেববর্মার গুলিতে কেউ জখম না হলেও তাদের মারে জখম হয় চিরঞ্জিত দেবনাথ। ১৫ এপ্রিল চিরঞ্জিত দেবনাথ চম্পকনগর থানায় লিখিত মামলা করে। খবর পেয়ে চম্পকনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পিস্তলের খালি কার্তুজ উদ্ধার করে। চিরঞ্জীত দেবনাথ ১৫ এপ্রিল চম্পকনগর থানায় রবীন্দ্র দেবনাথ ও তার সহযোগীদের নামধাম দিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সঞ্জিত দেববর্মা নামে একজনকে গ্রেফতার করে। পরে রবীন্দ্র দেববর্মাকেও গ্রেফতার করা হয়।

ত্রিপুরায় ৩ মে থেকে আয়ুষ্মান ভারতের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় গণ প্রচার কর্মসূচি শুরু

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ঃ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা ইউনিট আগামী ৩রা মে থেকে একটি গণ প্রচার শুরু করবে আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট (এবিএইচএ) এর অধীনে লোকেদের নিবন্ধন করার জন্য। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে। আগরতলায় এনএইচএম অফিসের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান যুগ্ম মিশন ডিরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস। তিনি বলেছেন যে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের জন্য এবিএইচএ কার্ড তৈরি করা হবে যাতে তারা তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং ডাক্তারের বিবরণ এক প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করতে পারে। তিনি আরও বলেন এবিএইচএ কার্ড, যা পিএম এবং সিএম জন আরোগ্য যোজনা স্কিমের সাথে লিঙ্ক করা হবে চিকিৎসার বিশদ ডিজিটালভাবে পরিচালনা করবে। একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের অধীনে চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি যেমন ডায়াগনস্টিক টেস্ট রিপোর্ট এবং মেডিকেল প্রেসক্রিপশন সংরক্ষণ করবে এবং ভবিষ্যতে রেফারেন্সের জন্য এটি ব্যবহার করবে। ডাক্তারদের তাদের মেডিকেল ফাইল, চিকিৎসার ইতিহাস এবং ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট এক প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেওয়া হবে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা এখানে আগরতলা শহরে প্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং আগামী ৩রা মে থেকে অন্যান্য জেলায় পর্যায়ক্রমে অনুরূপ ক্যাম্প চালু করা হবে। যেখানে সমস্ত জেলা ও মহকুমায় নিবন্ধনের জন্য প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালিত হবে। যারা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা স্বাস্থ্য স্কিমের সাথে নিজেদের নিবন্ধিত করেছে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবিএইচএ-এর অধীনে নিবন্ধিত হবে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা স্কিমে নিবন্ধীকরণ রয়েছে এবং এবিএইচএ কার্ড থেকে বাদ পড়েছেন তাদের নিবন্ধন শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন এনএইচএম যুগ্ম মিশন ডিরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস।

শিলচরের মেহেরপুর ৫-৮ মে রবীন্দ্রজয়ন্তী

শিলচর (অসম), ২৮ এপ্রিল ঃ শিলচরের শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামী ৫ থেকে ৮ মে পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী উদযাপন করা হবে রবীন্দ্রজয়ন্তী শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এ বছরও চারদিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের জন্য চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। বরাকের বিশিষ্ট নাট্যকার তথা প্রস্তাবিত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক আহ্বায়ক অঞ্জন স্বামী বলেন, গত কয়েক বছর থেকে মেহেরপুর শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটি আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা সাংস্কৃতিক মহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। বৈদ্যুতিন তথা সামাজিক মাধ্যমে নানা সংস্কৃতির ঢেউয়ে যখন রবীন্দ্রচর্চা কিছুটা হলেও পিছু হাঁটছে, তখন এ জাতীয় অনুষ্ঠান এক ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ধাবিত হওয়ার আশা জাগায়, এক উচ্চতর লক্ষ্য পূরণে উৎসাহ জাগায়। এ বছরও কমিটি এবং শিবালিক পার্কের সংস্কৃতিপ্রেমী নাগরিকরা আগামী ৫ মে থেকে ৮ মে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করবেন। অনুষ্ঠান সূচিতে রয়েছে গত ২৭ এপ্রিল থেকে রবীন্দ্র সংগীতের কর্মশালা চলছে, এতে শিক্ষক হিসেবে বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী রয়েছেন। আগামী ৫ এপ্রিল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনের সূচনা হবে। সকাল ১০৩০ মিনিটে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিকাল চারটায় রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যা ৭১৫ মিনিটে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীদের রবীন্দ্র সংগীতের আসর। আমন্ত্রিত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, পঙ্কজ নাথ, সুদীপ্তা ভট্টাচার্য।

৬ এপ্রিল বিকাল চারটা থেকে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিকাল ৫৩০ মিনিটে রবীন্দ্র নিত্য প্রতিযোগিতা, রাত আটটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬৩০ মিনিটে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাত ৮-টায় রবীন্দ্রকাব্য নৃত্যনাটিকা (সামান্য ক্ষতি)। ৮ মে শিবালিক পার্ক মহিলা সংগঠনের ধারা সকাল ছয়টায় প্রভাত ফেরি, সকাল ৭০০টায় রবীন্দ্র কথা গান, নাচ ও কবিতা পাঠ, সন্ধ্যা ছয়টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ৭০০টায় নাটক (দালিয়া), রাত আটটায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

প্রতিযোগিতা হব চারটি বিভাগে, বসে আঁকো, রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি এবং রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা। শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানমালা শিবালিক পার্ক দুর্গা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে এবং এই উপত্যকার যে কোনও অঞ্চল থেকে এসে নাট্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, নৃত্যকার সহ অঙ্কন শিল্পীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এতে কোনও ধরনের প্রবেশমূল্য নেই। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে ৯১০১৭১৭৪৬৫, ৯৪৩৫৭২৯৪০ এবং ৯১০১৯৭৩১৫০, এই নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান তিনি।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুদীপ্ত দেবরায় বলেন, সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে সংগীতজ্ঞ, কথা সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। নিজের সময়ের চেয়েও এগিয়ে ছিল তাঁর চিন্তাভাবনা। তাই তো তাঁর অমর সৃষ্টিগুলির আজও মানব সমাজে একই জায়গা রয়েছে। বিশ্বের নানা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় রবীন্দ্রনাথের দর্শন। তাঁর চিন্তাভাবনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সহ-সভাপতি শিশিরাংশু দাস মজুমদার বলেন, রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে এই অঞ্চলের চর্চা হত, ঠিক সেইভাবে আর এখন আর চর্চা হচ্ছে না, তাই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা বাংলাপ্রেমী মানুষদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস এভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আগামীতে আরো বেশি করে চালিয়ে যাবেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদস্য দেবানন পাল, দেবব্রত চক্রবর্তী, সুমিতা রায়চৌধুরী, সন্তোষী দাস, সুদীপ্তা পাল, সুতপা পাল প্রমুখ।

আচমকাই ঝড়বৃষ্টি আলিপুরদুয়ারে, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ারে আচমকাই ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়িঘর। ক্ষণিকের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায়। রবিবার বিকালে কিছুক্ষণের জন্য ঝড় ও বৃষ্টি হয়। তাতেই ক্ষতি হয় আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লক জুড়ে। ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও হয়েছে। জল জমে গিয়েছে অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই। আর ঝড়ের দাপটে টিনের চাল ভেঙে পড়েছে কোথাও। ঝড়ের কারণে ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে শুরু করে গাছ। অধিকাংশ এলাকায় বিকাল থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। রবিবারের ঝড়ে ব্লকের মেচপাড়া, আটিয়াবাড়ি চা বাগানের একাধিক শ্রমিকের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারও বাড়ির উপর সুপারি গাছ উপড়ে আসে, কারও আবার ঘরের উপরের টিন উড়ে গিয়েছে। বক্সা পাহাড়েও এদিন বৃষ্টি হয়। দারুণ খুশি পর্যটকরা। কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, ''কয়েক মিনিটের ঝড় ও বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে।

প্রচণ্ড গরম ও তাপ প্রবাহ, ত্রিপুরায় ১ মে পর্যন্ত বন্ধ সমস্ত স্কুল

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রচণ্ড গরম এবং তাপ প্রবাহের দরুন ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের সমস্ত সরকারি, বেসরকারি এবং সরকার অনুমোদিত সমস্ত স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছে দ্বিতীয় দফায়। প্রথম দফায় ২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারি রবিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্কুল বন্ধের ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় অত্যধিক গরম এবং তাপ প্রবাহ চলছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্র প্রায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে রয়েছে। সকাল থেকেই প্রখর রোদ। রাজধানী আগরতলা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। রবিবার বিকালের দিকে ধলাই জেলার কিছু কিছু অংশে হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাতে তাপমাত্র ওই জেলায় কিছুটা নেমেছে। আকাশে মেঘের আনাগোন থাকলেও বৃষ্টি তেমন হয়নি। তাই দিনের বেলায় প্রচন্ড গরম অনুভব করা গিয়েছে।

ওএনজিসির বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক পরিবার

বিশালগড় (ত্রিপুরা), ২৮ এপ্রিল ঃ প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ মাটির নীচে বোমা বিস্ফোরণের ফলে এলাকার একাধিক পরিবারের বসতঘর ফেঁটে চৌচির। ঘটনা সিপাহীজলা জেলার উওর চড়িলাম ফকিরামুড়া,পরিমল চৌমুহনি এলাকায়।ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা রবিবার দুপুরে। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন যাবৎ উত্তর চড়িলাম ফকিরামুড়া, পরিমল চৌমুহনি এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ কোন রকম নোটিশ ছাড়াই ফকিরামুড়া, পরিমল চৌমুহনি এলাকায় মাটির নিচে বোমা ফাটাচ্ছেন। যার ফলে ফকিরামুড়া,পরিমল চৌমুহনি এলাকার হাবিবুর রহমান ও ফরিদ মিয়ার নবনির্মিত বসত ঘর ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়। হাবিবুর রহমান ও ফরিদ মিয়া সহ তাদের পরিবারের সদস্যরা ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের কাছে বসত ঘরের পাশে বোমা বিস্ফোরণে অনেকবার বারণ করেছেন। কিন্তু ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ হাবিবুর রহমানের ও ফরিদ মিয়ার পরিবারের কথায় কোনরকম কর্ণপাত করেননি এবং এলাকায় মাটির নিচে বোমা বিস্ফোরণের ফলে একাধিক পরিবারের বসতঘর ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়। রবিবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

২০২৩-২৪-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর হাতে ১৭৩ জন দালাল

মালিগাঁও, ২৮ এপ্রিলঃ দালালদের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি ২৩ থেকে ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই জোনের মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আরপিএফ ০২ জন দালালকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ১৭ হাজার টাকারও অধিক মূল্যের রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে এক জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। ২০২৩-২৪ সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর দ্বারা ১৭৩ জন দালালকে আটক করা হয়। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে তখন সেখানে গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) ও স্থানীয় থানার পুলিশ কর্মীদের সাথে নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানগুলির সময় ২২.৮১ লক্ষ টাকা (আনুমানিক)মূল্যের ১১৭৯টি টিকিট উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ সময়সীমার মধ্যে যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ৪৩৭ জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় ডালখোলার আরপিএফ টিম পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরে অবস্থিত 'মুখলেস ট্র্যাভেলস্ সার্ভিস'-এ অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় আরপিএফ টিম প্রায় ১৩,৮২০ টাকা মূল্যের ০৫টি ই-টিকিট উদ্ধার করে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একজন দালালকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ডালখোলা পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে অন্য আরেকটি অভিযানে আলিপুরদুয়ারের আরপিএফ টিম একজন দালালকে আটক করে এবং প্রায় ৩৪৪০ টাকা মূল্যের ০১টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই ঘটনা সম্পর্কেও নিউ কোচবিহার আরপিএফ পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে কাটিহারের আরপিএফ টিম কাটিহারের জিআরপি টিমের সাথে যৌথভাবে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে একজন ব্যক্তিকে আটক করে এবং তার কাছ থেকে একটি চুরির মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে আইন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন সহ ধৃত ব্যক্তিটিকে সংশ্লিষ্ট জিআরপি ইন-চার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের পরিষেবা ও সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত। ট্রেন যাত্রার সময় যাতে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য যাত্রীদের উপযুক্ত টিকিটের সাথে ভ্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

Name Change
I VAGHARI MANJUBEN (OLD NAME), WHICH IS RECORDED IN MY VOTER ID CARD NO NTQ 1674514, D.O.B- 12.05.1998,WIFE OF MAHESH SOLANKI, RESIDING AT 56/1 TOLLYGUNGE ROAD, CHOTORASH BARI, KOLKATA -700033, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANJU SOLANKI(NEW NAME) RECORDED IN MY AADHAR CARD NO 7580-8518-9835,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 26/04/2024.THAT VAGHARI MANJUBEN AND MANJU SOLANKI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Rajan Kumar (old name) S/O Laxman Prasad, residing at C/O SBI Building Mobile World, N. S. Road, Jaigaon, Alipurduar, Pin-736182, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajan Kumar Jaiswal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Rajan Kumar Jaiswal (new name) and Rajan Kumar (old name) both are same identical person.

Name Change
I SANAT KUMAR SAIN, SON OF BIMALA KANTA SAIN, RESIDING AT AMULYA KANAN, MALLICK PARA, SERAMPORE,CHANDANNAGAR,HOOGHLY-712203, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANAT SAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024.THAT SANAT KUMAR SAIN AND SANAT SAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I FARHAT KHAOON, W/O ZAFAR IQBAL, R/O H-26, GHULAM ABBAS LANE, PO GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARHAT KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT FARHAT KHAOON AND FARHAT KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Kishor Bhattacharjee (old name) S/O Bholanath Bhattacharya, residing at Vill- Goalpota Barma Colony, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kishore Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Kishore Bhattacharya (new name) and Kishor Bhattacharjee (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Vineet Garg (পুরাতন নাম) পিতা Pritam Kumar Garg , ঠিকানা- EMAMI CITY, BL-E2, 5-FR, FL-503, 2 JESSORE ROAD, SOUTH DUMDUM(M), NORTH 24 PARGANAS -700028, West Bengal, India,, , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 26.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Vineet Kumar Garg (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Vineet Kumar Garg (নতুন নাম) এবং Vineet Garg (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Rahul Verma (পুরাতন নাম) পিতা Manoj Verma , ঠিকানা- EMAMI CITY,BL-C4,FLAT-503, 2,JESSORE ROAD, DUM DUM(M), NORTH 24 PARGANAS,PIN-700028, West Bengal, India, ,আলিপুর কোর্টের নোটারি পাবলিক, Dated 26/04/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rahul M Verma (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rahul M Verma (নতুন নাম) এবং Rahul Verma (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Mohammed Aquib (old name) S/O Md Nasim, residing at 7/1A/H/3, Abinash Chowdhury Lane, P.S.- Topsia, Kolkata- 700046, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Aquib (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Md Aquib (new name) and Mohammed Aquib (old name) both are same identical person.

Name Change
I RANJIT PYNE, S/O- LATE RAJ KUMAR PYNE, RESIDING AT RAA-12/1, RAGHUNATHPUR, PO & PS - BAGUIATI, NORTH 24 PARGANAS-700059, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJIT KUMAR PYNE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024.THAT RANJIT PYNE AND RANJIT KUMAR PYNE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Nisha Srivastava and Nisha Verma and Nisha Srivastava Verma (পুরাতন নাম) স্বামী Manoj Verma, ঠিকানা- EMAMI CITY, BL-C4, FLAT-503, 2, JESSORE ROAD, DUM DUM(M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, West Bengal, India, আলিপুর কোর্টের নোটারি পাবলিক, 26/04/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nisha Shrivastava (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nisha Shrivastava (নতুন নাম) এবং Nisha Srivastava and Nisha Verma and Nisha Srivastava Verma (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Mohammad Nasim (old name) S/O Rafi Ahmed, residing at 7/1A/H/3, Abinash Chowdhury Lane, P.S.- Topsia, Kolkata-700046, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Nasim (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Md Nasim (new name) and Mohammad Nasim (old name) both are same identical person.

বাংলাদেশে গরু পাচারের আগে কুড়িটি গরুসহ গ্রেপ্তার এক পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ জানা যায় গতকাল গভীর রাতে বিধান নগর থানার পুলিশ বিধাননগর মুরালিগঞ্জ এলাকায় নাকা তল্লাশি করার সময় সন্দেহভাজন একটি দশ চাকা ট্রাককে আটক করে এবং লরির ভেতর তল্লাশি করেতেই উদ্ধার হয় ২০ টি গরু, গাড়ির চালককে কাছে গরুগুলির বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হলে চালক কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে গরি ভর্তি গরু খোয়াড়ে পাঠানো হয়। এবং দশ চাকা লরি গাড়িটিকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যাই ধৃত ব্যক্তির নাম আমানুর হক আসামের গৌরীপুরের বাসিন্দা, আজ তাকে শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

যাত্রীদের সুবিধার্থে রিচার্জিংয়ের জন্য মেট্রোর বিশেষ শিবির

কলকাতা,২৮ এপ্রিল ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রতিটি উত্তীর্ণ দিনের সাথে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী সক্ষম করার জন্য, মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ শিবির পরিচালনা করছেন। বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলি (কীভাবে এই গ্রাহক বান্ধব অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতেও প্রদর্শিত হচ্ছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে মেট্রো ব্যবহারকারীদের সচেতন করার জন্য উত্তর-দক্ষিণ (ব্লু লাইন) মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীরা ২৭.০৪.২০২৪ এ বিশেষ শিবিরগুলি পরিচালিত হয়েছিল। আশা করা যায় যে এই জাতীয় শিবিরগুলি মেট্রো যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপ্লিকেশনটির সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সহায়তা করবে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ডগুলি পুনরায় চার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারগুলির সামনে দীর্ঘ কাতারে দাঁড়ানোর দরকার নেই।

গ্রেপ্তার হয়েছেন 'স্টাইল' খ্যাত অভিনেতা সাহিল খান

২৮ এপ্রিল ঃ মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হয়েছেন 'স্টাইল' খ্যাত অভিনেতা সাহিল খান। জানা গিয়েছে, ছত্তিসগড় থেকে বলিউড অভিনেতা তথা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশের স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম। রবিবার তাঁকে শিভড়ি-দাদর আদালতে পেশ করা হয়েছিল। সেখানেই আগামী পয়লা মে অবধি সাহিল খানকে পুলিশি হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত তিন রাত জেলেই কাটাতে হবে অভিনেতা সাহিলকে। আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, দেশের আইনব্যবস্থা এবং মুম্বই পুলিশের উপর আমার আস্থা রয়েছে। সত্যিটা সামনে আসবেই।' ' মতো সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের নজরে এসেছিলেন সাহিল। তবে বহুদিন ধরেই কোনও সিনেমায় দেখা যায়নি তাঁকে। কেবল সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন। শোনা যাচ্ছিল, খুব শীঘ্রই ' ছবির রিমেকে দেখা যেতে পারে সাহিলকে। কিন্তু তার আগেই এই বিপত্তি। সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মুম্বইয়ের মাতুঙ্গা থানায় অভিনেতা সাহিল খানের নামে এফআইআর দায়ের হয়। অভিযোগ, এই অনলাইন বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের টাকা লাভ করেছেন অভিনেতা।

কসবায় বিজেপি কর্মীকে চপারের কোপ মারার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কসবা, ২৮ এপ্রিল ঃ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার কসবা মণ্ডল সভাপতি সরস্বতী সরকারকে চপারের কোপ মারার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে আনন্দপুর থানার সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মীরা । দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী সরস্বতী দেবীর বাড়িতে যান। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসেন। ওসির সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু, ওসি থানায় না থাকায় কথা হয়নি। যদিও হামলার কথা অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির। এদিকে এ ঘটনায় যাঁরা অভিযুক্ত তাঁদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন আন্দোলনরত বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মীদের নিয়ে থানার গেটের সামনে বসে অবস্থান বিক্ষোভ করতে দেখা যায় দেবশ্রী চৌধুরীকে। চলতে থাকে স্লোগান। মমতার সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্ব চলছে, দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূলের মহিলা প্রার্থী মালা রায় ভোট চাইছে মেয়েদের এই করার জন্য? একজন মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সুর চড়াতে দেখা যায় পুলিশের বিরুদ্ধে। ওসির দেখা না পেয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন দেবশ্রী। বলেন, থানায় তো নেই। স্নান করতে গিয়েছেন। স্নান করে মাংস ভাত খাবেন। তারপর সুখটান দেবেন। দিয়ে সুশান্ত ঘোষকে ফোন করবেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। উনি যতক্ষণ না আসেন আমরা এখানে বসে থাকব। দেখি ওনার হজম হতে কতক্ষণ লাগে। তারপর ওষুধ নিয়ে আসব।

বিহারে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত দুই জওয়ান, আহত একাধিক

পাটনা, ২৮ এপ্রিল ঃ বিহারে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে ২ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। একাধিক জওয়ান আহত হয়েছেন। রবিবার বিহারের সুপৌলে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি বাসভর্তি করে জওয়ানরা যাচ্ছিলেন। ওই বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের ভয়াবহ সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় দু'জন জওয়ান নিহত হন এবং ১২ জনেরও বেশি জওয়ান আহত হন। জানা গিয়েছে, গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইন কমপ্লেক্স থেকে ২৪২ জন জওয়ান তিনটি বাসে করে সুপৌলের দিকে যাচ্ছিলেন। বাসের কর্মীরা বারিমা মোড়ের কাছে জাতীয় সড়কের পাশে একটি হোটেলে বাস থামিয়ে খাবার খেতে যান। সেসময় কয়েকজন জওয়ান বাসের মধ্যেই ছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছনে সজোরে এসে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই সেনা জওয়ানের। মৃতদের নাম হল পবন মাহাতো ও অশোক ওরাওঁ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিশাল সংখ্যক পুলিশ। দুর্ঘটনার পর ডিএম মাকসুদ আলম ও এসপি স্বর্ণা প্রভাতও সদর হাসপাতালে যান।

তীব্র দাবদাহ, ফসল নষ্ট।, চিন্তায় জলপাইগুড়ির চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ কৃষি সমস্য- অতিরিক্ত কোথাও আবার দেখা গেল জলের অভাবে ভুট্টা খেত শুকিয়ে যাচ্ছে

খরার কারণে পাট চাষে সমস্যায় জলপাইগুড়ির খড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের দক্ষিণ বিবেকানং দ পল্লীর একাংশের কৃষকরা। কয়েকদিনের প্রচন্ড দাবদহের কারণে ওই এলাকায় একাধিক জমিতে পাট গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে বলে জানান স্থানীয় কৃষকরা । কোথাও দেখা যাচ্ছে পাটগাছ একেবেরেই গরমের তাপদহে ছোট ছোট পাট গাছ ঝিমিয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে ভুট্টা খেতে শ্যালো মেশিন দিয়ে জল দিচ্ছেন ওই এলাকার কৃষকরা। দক্ষিণ বিবেকানন্দ পল্লীর স্থানীয় কৃষক দিলীপ মন্ডল বলেন, অতিরিক্ত খরার ফলে অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি পাট গাছ মারা যাচ্ছে। এখন এই সময় খুবই বৃষ্টির প্রয়োজন। জলের অভাবে খেত নষ্ট হতে শুরু করেছে। এই কয়েকদিনের খরায় ছোট ছোট পাট গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। এই পাট চাষ আমাদের পুজো মৌসমকে বাঁচিয়ে রাখে। এই পাট তুলে পুজোর সময় কেনাকাটা করা হয়। পাট যদি ভাল না হয় তাহলে পুজোর কেনা কাটাও ভাল হবে না। দক্ষিণ বিবেকানন্দ পল্লীর আরেক স্থানীয় কৃষক শংকর সরকার বলেন, শুধু পাট চাষেই নয় এর পাশাপাশি অন্যান্য সবজি চাষেও সমস্যায় পড়েছি। অতিরিক্ত খরার কারণে পাট গাছ মারা যাচ্ছে এর পাশাপাশি অন্যান্য সবজি বিশেষ করে ঝিঙ্গা, পটল, করলা,ভ্যান্ডি, লংকা চাষ করেছি সব কিছুর মুলেই যথেষ্ট সেচের প্রয়োজন হয়। এই মুহুর্তে যদি বারি বৃষ্টি না হয়, তাহলে সব ফসল শ্যালো মেশিন দিয়ে জল দিয়ে আটকানো যাবে না। কারণ এক খেতে জল দিতে দিতে আরেক খেত শুকিয়ে যাচ্ছে। তাতে খুব সমস্যায় পড়েছি। এই মুহুর্তে যদি পর্যাপ্ত পরিমানে বৃষ্টি না হয়, তাহলে সব ফসল বাঁচানো যাবে না। বলে তিনি জানা। যদিও এবিষয়ে কিছু দপ্তরের আধিকারিক কে ফোন করা হলে ফোন রিসিভ করেননি।

জাম্পুইজালায় দুই নাবালিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার আরও তিন

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জাম্পুইজালা অন্তর্গত শ্রীনগর থানার পুলিশ। অভিযোগ, ধলাই জেলার আমবাসা

গঙ্গারামপাড়ার দুই আদিবাসী নাবালিকা মেয়েকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে শনিবার রাতে আরও তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের থেকে দুই নাবালিকাকে ওই এলাকায় নিয়ে আসা হয় এবং পরে সাত যুবক তাদের নির্মমভাবে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। পরে ঘটনাটি দেখে স্থানীয়রা নির্যাতিতা মেয়েদের তাদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। ১৪ এপ্রিল শ্রীনগর থানায় সাত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ মামলা রুজু করে জারুলবাচাই দুখিয়াকুবরা এলাকা থেকে এক যুবক এবং দুই নাবালক উপজাতি ছেলেকে গ্রেফতার করে। তদন্ত অব্যাহত রেখে পুলিশ জাম্পুইজালার দুখিয়াকুবরা এলাকা থেকে আরেক নাবালককে গ্রেফতার করতে সফল হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদে নাবালক অপরাধ স্বীকার করেছে এবং বুধবার বিকেলে তাকে জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছিল, তারা অন্য অভিযুক্ত যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। সেই মোতাবেক শনিবার রাতে পুলিশ আরও তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে এ ধরনের নৃশংস ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হচ্ছে সর্ব মহল থেকে।

ক্রেতা সেজে সোনার হার ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ শনিবার ভর সন্ধ্যায় সোনার হার ছিনতাই। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়িতে। এদিন পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত মুহুরী পাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দা মিনতি পালের দোকানে আসে দুই যুবক। সিগারেট কিনতে চায়। বয়স্কা মহিলা দোকানী সিগারেটের প্যাকেট দিতে এগিয়ে যেতেই দুই ছিনতাইবাজের মধ্যে একজন মহিলার গলায় থাকা সোনার চেন টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। মহিলা প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু ততক্ষনে পগার পার দুষ্কৃতিরা। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। মিনতি পাল নামে ওই ব্যাবসায়ী বলেন ওরা দোকানে এসে সিগারেট চায়। আমি সিগারেট দিতে গেলেই আমার গলায় থাকা চেন ধরে টান মারে। আমি ওদের হাত ধরে ফেলি। কিন্তু টান মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় কাউন্সিলর উত্তম বোস বলেন এর আগে উনার স্বামীর সাথেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। আজ আবার এই ঘটনা ঘটে গেলো। শহরে নিরাপত্তা পুলিশের দেখা উচিৎ। আমরা চাই পুলিশ উপযুক্ত তদন্ত করে চেন উদ্ধার করুক ও দুষ্কৃতিরা সাজা পাক। ডি এস পি হেডকোয়ার্টার শেরপা দর্জে লেপচা জানিয়েছেন অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন জুড়ে একটি ঐতিহাসিক যাত্রা করেছিলেন

১২ এপ্রিল, ১৯২৪ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন জুড়ে একটি ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। এক শতাব্দী

পরে, পণ্ডিত এবং শিল্পীদের একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল তাদের চীন সফরের সময় ঠাকুরের পদচিহ্নগুলিকে ফিরে দেখেন। সাংহাই পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ (এসপিএএফএফসি) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ফু জিহং চীনের জনগণের সাথে ঠাকুরের গভীর সংযোগের কথা স্বীকার করে প্রতিনিধি দলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। প্রতিনিধি দল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে নিযুক্ত, ঠাকুরের অতীত সফরের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি পরিদর্শন করে এবং টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনে ঠাকুরের দর্শনের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধর সৌরজা ঠাকুর তার সম্মানে নির্মিত একটি মূর্তিতে তার পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যখন সঙ্গীতশিল্পী মনোজ মুরালি নায়ার সাংহাইয়ের রাস্তার পরিবেশে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাবনার পরিচালক অভিজিৎ ব্যানার্জি, সাংহাইয়ের ঠাকুর-সম্পর্কিত স্থান সংরক্ষণের প্রশংসা করেছেন, সাংস্কৃতিক বিনিময়ে ঠাকুরের ব্যবহারিক অবদানের উপর জোর দিয়েছেন। সাংহাই লেখক সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ঝাও লিহং ঠাকুর এবং শহরের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন তুলে ধরেন।সাংহাই জিনুয়ান সিনিয়র হাই স্কুলে, সৌরজা ঠাকুর ঠাকুরের কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি নৃত্য শেয়ার করেছেন, যা বিশ্বজনীন প্রেম এবং প্রকৃতির প্রতীক। প্রতিনিধি দল চীনা ছাত্রদের ভারতীয় নৃত্য ও ক্যালিগ্রাফি শেখার প্রত্যক্ষ করেছে, পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রচার করছে। সাংহাই মিউনিসিপ্যাল আর্কাইভসে, ভারতীয় অতিথিরা চীনা ও ভারতীয় জাদুঘরের মধ্যে ভবিষ্যতের সহযোগিতা অন্বেষণ করেন, যা চীনা সাহিত্যে ঠাকুরের প্রভাব প্রতিফলিত করে। সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, পার্থক্যের মধ্যে ঐক্যের জন্য ঠাকুরের আহ্বানকে প্রতিধ্বনিত করে চীন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার প্রচারের যৌথ মিশনের উপর জোর দিয়েছেন।

অষ্টকালীন লীলা কীর্তনের আসর বসেছে জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ অষ্টকালীন লীলা কীর্তনের আসর বসেছে জলপাইগুড়িতে। যা দেখার জন্য ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় পাতকাটা কলোনি এলাকায়। সার্বজনীন শ্রী শ্রী তারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞ কমিটির পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে অষ্টকালীন লীলা কীর্তন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা লীলা কীর্তনের শিল্পীরা রাধা কৃষ্ণ সহ নানা সাজে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। দিনরাত চলা এই লীলা কীর্তন দেখতে দূর দূরান্তের ভক্তরা আসছেন। উদ্যোক্তারা জানান, বিগত কয়েকবছর ধরে এই হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করে আসছেন তারা। কীর্তনে উপস্থিত ভক্তদের জন্য প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে।

তিস্তা ক্যানেলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ তিস্তা ক্যানেলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের। জ্বালাস নিজাম তারা অঞ্চলের পাওয়ার হাউস তিস্তা ক্যানেল গেটে এক ব্যক্তির মৃতদেহ আটকে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃত উদ্ধার করে। তবে জানা যায় গত ২৫ তারিখ মহেশ চৌধুরী ফুলবাড়ী বাসিন্দা। হঠাৎ দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া করার পরে। নিখোঁজ হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করার পরও তাকে না পেয়ে। এন জে পি থানায় নিখোঁজ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।আজ সেই মৃতদেহ দেখে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। সেই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এর পরেই মৃতদেহ সনাক্ত করেন পরিবারের সদস্যরা। এরপরেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তর জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে আত্মহত্যা না খুন।এই মৃত্যুর পিছনে কি কারণ রয়েছে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ

অবৈধ চুলায় মদের দোকান ভাঙচুর, রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ অবৈধ চুলায় মদের দোকান ভাঙচুর, রাস্তা অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার মাঝিয়ালী এলাকায় বাসিংদারা। দীর্ঘদিন থেকে অবৈধভাবে চোরাই মত তৈরি করে গ্রামের চা শ্রমিকরা পান করত ও বাড়িতে গিয়ে তাদের স্ত্রীদের মারধর করত, আরো এলাকায় দীর্ঘদিন রাত হলেই দুর্ঘটনা ঘটতো আজ গ্রামের বাসিন্দারা সম্মিলিত হয়ে অবৈধ চুলায় মদদের দোকানগুলি ভাঙচুর ও রাস্তা অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘঘটনার ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল ঃ এলাকায়। রবিবার দুফুরে মাদাররিহাটের বাসিঃদা হাবিবুর রহমান তার স্ত্রী এবং পুত্র সন্তানকে নিয়ে বাইকে করে জয়গাঁতে এসেছিল। জয়গাঁ প্রধান সড়কে এক ট্রাকের ধাক্কায় তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয় পরবর্তীতে পুলিশ ও স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখানে হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়। তার পুত্র সন্তান ও স্ত্রী অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ক্ষণিকের তুমুল ঝড়ে ভাঙল বাড়ি, উপড়াল বিদ্যুতের খুঁটি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিলঃ রবিবার আচমকাই ঝড়বৃষ্টি আলিপুরদুয়ারে। আর তাতেই আবারও ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়িঘর। ক্ষণিকের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায়। রবিবার বিকালে কিছুক্ষণের জন্য ঝড় ও বৃষ্টি হয়। তাতেই ক্ষতি হয় আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লক জুড়ে। ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও হয়েছে। জল জমে গিয়েছে অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই। আর ঝড়ের দাপটে টিনের চাল ভেঙে পড়েছে কোথাও। ঝড়ের কারণে ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে শুরু করে গাছ। অধিকাংশ এলাকায় বিকাল থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। রবিবারের ঝড়ে ব্লকের মেচপাড়া, আটিয়াবাড়ি চা বাগানের একাধিক শ্রমিকের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারও বাড়ির উপর সুপারি গাছ উপড়ে আসে, কারও আবার ঘরের উপরের টিন উড়ে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ তেতেপুড়ে শেষ। চরম দাবদাহে গায়ে ফোস্কা পড়ার উপক্রম। সূর্য পশ্চিমে ঢলে গেলেও চারদিকে গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে যেন কেউ। ছাদের নিচের ঘর হলে, সিলিং ফ্যান চালানোর থেকে মনে হচ্ছে হাতপাখায় হাওয়া খাওয়া ভাল। এককথায় নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় কলকাতা থেকে কাটোয়াবাসীর। তবে এরইমধ্যে বৃষ্টি আলিপুরদুয়ারে। জেলার বক্সা পাহাড়েও এদিন বৃষ্টি হয়। দারুণ খুশি পর্যটকরা। কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, ''কয়েক মিনিটের ঝড় ও বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে। অনেক গাছ ভেঙেছে। শ্রমিক আবাস ও ক্ষতিগ্রস্ত। আমি কলকাতায়। কালচিনির বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছি। উনি ব্যবস্থা নেবেন।'' জানান, সোমবার বিধানসভায় কাজ সেরেই তিনি কালচিনি ফিরবেন।

নির্বাচনী প্রচারের গানে কমিশনের নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ তাদের নির্বাচনী প্রচারের গান নিষিদ্ধ করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার এমনটাই অভিযোগ করা হলো আম আদমি পার্টির তরফে। তাদের অভিযোগ, তাদের গান জেল কে জবাব মে, হাম ভোট দেঙ্গে, এই গান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, এই গান ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে খারাপ ভাবে উপস্থাপন করেছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এএপি নেত্রী অতিশী বলেন, সম্ভবত এই প্রথম যে, নির্বাচন কমিশন কোনও দলের প্রচারের গানের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তিনি বলেন, এই গানে কোনওভাবেই কোনও দলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, নির্বাচনী বিধিও ভাঙা হয়নি।

জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থার সহায়তায় ও অস্ত্রোপচারে প্রাণ বাঁচলো এক রোগীর

হাওড়া, ২৭ এপ্রিল ঃ রোগীর সুস্থতার জন্য নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়া একপ্রকার উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রচলিত হাসপাতালের সীমানা ছাড়িয়ে ৫০০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে বসবাসকারী গুরুতর অসুস্থ রোগীকে সহাযতা করে নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়া। ঘটনাটি শুরু হয়েছিল যখন বালুরঘাটের বাসিন্দা ৬৩ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ হঠা বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট অনুভব করছিলেন, যা একটি সম্ভাব্য জীবনহানি পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। তার পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে ছুটে যান, প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক জানা যায়, জরুরি চিকিৎসার হস্তক্ষেপ বা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় যা স্থানীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষমতার বাইরে ছিল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, পরিবারটি তাদের প্রিয়জনের জন্য বিশেষ যত্নের জন্য হাওড়ার নারায়ণা হাসপাতালে যোগাযোগ করে। যথেষ্ট দূরত্ব এবং যানবাহনের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, নারায়ণা হাসপাতাল নিবেদিত দল দ্রুত গতিতে বালুরঘাট পৌঁছায়। সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং রোগীর নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ দিয়ে, নারায়ণা হাসপাতাল, হাওড়া, বালুরঘাটে একটি বিশেষ মেডিকেল টিম মোতায়েন করে। ভেন্টিলেটর, মনিটরিং ডিভাইস এবং অক্সিজেন সাপোর্ট সহ অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামে সজ্জিত, একজন দক্ষ প্যারামেডিক্যাল এবং নার্সিং স্টাফ সহ, রোগীর দ্রুত স্থানান্তরের জন্য একটি ট্রেন অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হযেছিল।ট্রেন অ্যাম্বুলেন্স হল একটি বিশেষভাবে সজ্জিত মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট বাহন যা ট্রেন ট্র্যাকের মাধ্যমে দীর্ঘ দূরত্বে রোগীদের জন্য জরুরি চিকিৎসা সেবা এবং পরিবহন প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ট্রেন অ্যাম্বুলেন্সগুলি বর্ধিত দূরত্বে রোগীদের পরিবহনের একটি সাশয়ী. এবং দক্ষ উপায় যা বিশেষ করে এমন অঞ্চলে যেখানে বিশেষ চিকিৎসা সেবা সীমিত হতে পারে বা যেখানে সড়ক পরিবহনের বিকল্প সম্ভব নয়। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছানোর পর, রোগীকে, নারায়ণা হাসপাতালের মেডিকেল টিম এবং পরিবারের সাথে, তাকে হাওড়ার নারায়ণা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সে নির্বিঘ্নে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। হাসপাতালে দ্রুত রোগ নির্ণয়ের ফলে রোগীর হৃদপিন্ডে একটি গুরুতর ৯০ শতাংশ ব্লকেজ পাওয়া যায়, যা অবিলম্বে অপারেশনের প্রয়োজন। নারায়ণা হাসপাতালের বহু-বিষয়ক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, মনোবল, তাক্ষণিক পদক্ষেপ এবং নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতি এড়াতে সহায়ক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরনের সহযোগিতামূলক প্রয়াস জীবন রক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ের

দ্বারা পরিচালিত মুখ্য ভূমিকার ওপর জোর দেয়। অসাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আমাদের হাসপাতালের সমস্ত সীমানার বাইরেও প্রসারিত, মন্তব্য করেছেন হাওড়া ও চুনাভাটির নারায়ণা হাসপাতালের ফ্যাসিলিটি ডিরেক্টর তপানি ঘোষ। মিঃ সৌমেন (নাম পরিবর্তিত), এই অসাধারণ গল্পের কেন্দ্রে থাকা রোগী, এখন নিজেকে হাওড়ার নারায়ণা হাসপাতালে সতর্ক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে হাসপাতালে এনজিওপ্লাস্টি করেছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন।

চলমান সেতু রক্ষণাবেক্ষণ যাত্রী সুরক্ষা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিদর্শনে ডিআরএম / শিয়ালদহ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ যাত্রী সুরক্ষা এবং অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন, শ্রী দীপক নিগাম,ডিআরএম / শিয়ালদহ , বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে, ডামডাম-ডানকুনি বিভাগের মধ্যে ইউপি সিসিআর লাইনে ব্রিজ নং ২ -এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চলমান স্ট্রিংগার প্রতিস্থাপনের কাজ পরিদর্শন করেছেন। চ্যালেঞ্জিং গ্রীষ্মের উত্তাপ সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ সেতু রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করা হচ্ছে, এটি রেলওয়ের কর্মীদের অবিচ্ছিন্ন উৎসর্গের সাক্ষ্য। কাজটি ব্রিজ স্ট্রিংগারগুলি প্রতিস্থাপনের সাথে জড়িত- অনুভূমিক বিমগুলি যা রেল বাহকদের পাশাপাশি রেলপথকে সমর্থন করে। এই সমালোচনামূলক কাজটি ব্রিজের কাঠামোকে শক্তিশালী করে, ট্রেনগুলির মসৃণ এবং নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে। ডিআরএম। শিয়ালদহ শ্রী নিগম জোর দিয়েছিলেন যে, সিসিআর ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি আমাদের যাত্রীদের জন্য নিরাপদ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের অঙ্গীকারের উদাহরণ দেয় কারণ যাত্রীদের সুবিধার্থে আমাদের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে। ডিআরএম আরও জোর দিয়েছিল যে, বাধা ও বিলম্বকে হ্রাস করার জন্য, আমাদের কর্মীরা এ জাতীয় চরম তাপমাত্রায় ২৪ ঘন্টা কাজ করছেন এবং আমরা তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং উৎসর্গের প্রশংসা করি।

হার্দিককে অধিনায়ক করে কি আদৌ শেষ চারে যাবে মুম্বই?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

খুবই চাপের ব্যাপার। কেউ বলছেন, মুড়ি-মিছরি এক দর হয়ে গেল। কেউ বলছেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁর এঁড়ে গোরু কিনে! অনেকে অবশ্য পাত্তা দিতেই চাইছেন না! আরে আইপিএলের মত এরকম ধুমধড়াক্কা পেটাও টুর্নামেন্টের বিচার ক্রিকেটীয় ব্যাকরণ মেনে হয় নাকি? কোন ক্রিকেট ব্যাকরণে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের আইন আছে? অথচ ক্রিকেট না ধরলেও, পরিসংখ্যান ধরলে হিসেব ঠিক মিলছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আইপিএল ইতিহাসের সফলতম দুই দলের একটি। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। অন্যদিকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু একবারের জন্যও আইপিএল জেতেনি। অথচ পয়েন্টস টেবলে এমন অবস্থা, একেবারে সবার নিচে রয়েছে মুম্বই ও বেঙ্গালুরু। নয় ম্যাচের সাতটায় হেরে বেঙ্গালুরু সবার শেষে, একটা ম্যাচ কম হেরে মুম্বই আর পঞ্জাব কিংস যথাক্রমে তার একধাপ ও দুইধাপ ওপরে। শ্যাম, কুল দুইই গেল মুম্বইয়ের। কার্যত রেকর্ড ভাঙা অর্থে গুজরাত টাইটান্সের সফল অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়াকে এবারের আইপিএলের আগে কিনেছিল মুম্বই। প্রায় ১৫ কোটি খরচ হয়েছিল কেবল হার্দিকের জন্য। তার আগে মুম্বই অধিনায়ক রোহিট শর্মার নেতৃত্বেই পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। বস্তুত, আইপিএলে রোহিত শর্মা ও চেন্নাই সুপার কিংসের মহেন্দ্র সিংহ ধোনি সফলতম অধিনায়ক। যারা পাঁচবার দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরেছেন। চেন্নাইও এই বছর ধোনির জায়গায় অধিনায়ক করেছে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে। ধোনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। আইপিএল গ্রহে তিনি প্রবলভাবে আছেন, কিন্তু অনেকটাই মার্গদর্শকের জায়গায়। সেখানে রোহিত এখনও ভারতের জাতীয় দলের অধিনায়ক। চলনে-বলনে টিপিক্যাল মুম্বইকর! সদ্য বিশ্বকাপে ভারতকে ফাইনালে তুলে এসেছেন। আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাবেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে। এই অবস্থায় তাঁকে সরিয়ে বরোদার হার্দিককে এরকম বিশাল টাকা খরচ করে আনাটা অনেকেই ভাল চোখে দেখেননি। হার্দিককে সই করাতে গিয়ে দস্তুরমত বিপুল কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে মুম্বই ম্যানেজমেন্টকে। দেশের ধনীতম ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজিকে শেষ অবধি টাকা বাঁচাতে ক্যামেরন গ্রিন, ত্রিস্তান

স্টাবসের মত একাধিক বড় নামকে ছেড়ে দিতে হয়। উল্লেখ্য, গ্রিন আরসিবিতে এবং স্টাবস দিল্লিতে গিয়ে ধামাকা দেখাচ্ছেন। এদিকে হার্দিকও গুজরাত টাইটান্সকে প্রথমবারেই চ্যাম্পিয়ন করেছেন। দ্বিতীয়বারেও ফাইনালে তুলেছেন। গুজরাতের ঘরের ছেলে হার্দিকের এ'হেন হুট করে দলবদল মানতে পারেননি গুজরাতি ভক্তরা। আমেদাবাদে গুজরাত-মুম্বই ম্যাচে হার্দিককে সমর্থকদের বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়! কিন্তু এত কিছুর পরেও কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ার মত অবস্থা মুম্বইয়ের। শেষ চারে যাওয়ার আশা প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ মুম্বই ভক্তরা এখন আশায় আছেন ইতিহাস দেখে। ২০১৪ সালের আইপিএলেও এরকম হয়েছিল। প্রথম নয় ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটেতে জেতে মুম্বই। শেষ অবধি রানরেটের বিচারে প্রায় ঘাড়ে কাছে থাকা রাজস্থান রয়্যালসকে টপকে প্লে-অফে চলে যায় মুম্বই। এখন যা অবস্থা, তাতে হাতে থাকা সবক'টি ম্যাচে জিততেই হবে মুম্বইকে। নয়ত শেষ চারের দরজা অধরাই থেকে যাবে হার্দিকদের।

জ্যাক অ্যান্ড কোহলি শো!

বড় জয়ে নেট রান রেটও বাড়িয়ে নিল আরসিবি

আমেদাবাদ, ২৮ এপ্রিলঃ মোহিত শর্মা দুই ম্যাচে যা মার খেলেন, এরপর বোধ হয় তাঁকে মার্কিন ডব্লিউডব্লিউই-র কোনও কুস্তিগিরের সঙ্গে তুলনা করা যাবে! আগের ম্যাচেই একটা রেকর্ড করেছেন। সবচেয়ে বেশি রান খাওয়ার রেকর্ড। ঋষভ পন্থ কার্যত স্টেডিয়াম জুড়ে রণক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন। এবারেও তাই। ১৪ ওভারে এসে যেমন হল। উইল জ্যাকস ব্যাটে। প্রথম বলে ডিপ স্কোয়ার দিয়ে চার। দ্বিতীয় বলে ডিপ মিডউইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা। তৃতীয় বলে ফুলটস হয়ে গেল। শর্ট ফাইন লেগ দিয়ে ছক্কা। কোমরের ওপরে, অতএব নো বল। ফ্রি হিট পেয়ে আবার তুলে মেরেছিলেন জ্যাকস। গেল না বেশিদূর। পরের দুই বলে আবার ছক্কা, চার। শেষ বলটা যখন ডট হয়ে ফিরে আসছে, মোহিত শর্মার তখন ২ ওভারে ৪১ খসে গিয়েছে। আর কিছু করার ছিল না গুজরাত টাইটানসের। ঘরের মাঠে খেলা। অথচ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু টসে জিতে ফিল্ডিং দিল। ব্যাটে আজ ঋদ্ধিমান সাহা, অধিনায়ক শুভমন গিল দু'জনেই ব্যর্থ। তারপর অবশ্য মার শুরু করলেন সাই সুদর্শন। ৪৯ বলে অপরাজিত ৮৯, মেরেছেন চারটি ছক্কা, তার ডবল চার! তারপর সেই ধুয়ো ধরলেন মাসুদ শাহরুখ খান! নাম তো শুনা হোগা! কতজন অবশ্য এই তামিলনাড়ুর ক্রিকেটারের

নাম শুনেছে, সেটা অবশ্য প্রশ্ন। আজকের পর থেকে শুনবে নিশ্চয়ই। এর আগে একটা ম্যাচেও তেমন দাগ কাটতে পারেননি। আজ ৩০ বলে ৫৮ করে পুষিয়ে দিয়ে গেলেন। আইপিএলের এখন যা বাজার, তাতে ২০০ রানের স্কোর নিতান্তই নিরামিষ লাগছে। ওই সয়াবিন, পনীর, লাউয়ের তরকারির মত। ফোড়নের ঝাঁজও নেই। তবে উল্টোদিকের দলটা তো আরসিবি! গুজরাত ভক্তরা অনেকেই রোদ মাথায় করে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ভরিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই শেষবেলার আরসিবিকে যেন চেনা যাচ্ছে না। শুরুর দৃশ্যটা চেনা ঠেকবে। বিরাট কোহলি। মুকুটহীন সম্রাট টম্রাট বলার দিন শেষ। কমলা টুপিটা তাঁর মাথাতেই রয়েছে। একেবারে রাজ্যাভিষেক হওয়া রাজচক্রবর্তীই বলতে হয়। স্ট্রাইক রেট নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। শুরু থেকেই যা চালাতে শুরু করলেন, মনে হচ্ছিল খামতিটা আজই পুষিয়ে যাবে। শেষ অবধি থামলেন ৪৪ বলে ৭০ করে। থামলেন, কারণ থামতে হল। আউট করা যায়নি! আসলে মাত্র ১৬ ওভারেই আরসিবি হেসেখেলে রানটা তুলে দিল কিনা! তার কারণ আরও একজন। উইল জ্যাকস। ২৫ বছরের এই ইংরেজ অলরাউন্ডার আজ যে দাপটে সেঞ্চুরিটা করে গেলেন, গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিলের কাছে সেসব চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে যাওয়া ছাড়া আর কীই বা করার? এমনিতেই আইপিএল বোলারদের বধ্যভূমি! এদিকে শুভমনের আস্তিনে টেক্কা-গোলাম সবই নড়বড় করছে। রশিদ খান ৪ ওভারে ৫১ দিয়েছেন। নূর আহমেদ ৪৩। ইকনমি রেট যথাক্রমে ১২ আর ১০-এর ঘরে। তবে সব হিসেব ছাড়িয়ে গিয়েছেন মোহিত শর্মা। আজ চারটে ওভার বল পেলে বোধ হয় আগের রেকর্ডও নিজেই ছাপিয়ে যেতেন। তবে সব আলোচনার কেন্দ্রে রইলেন ওই একজনই। উইল জ্যাকস। ১০টা ছয়, ৫টা চার। ছক্কাগুলো এসে পড়ার পর স্ক্রিনে ভেসে উঠছিল দৈর্ঘ্য, উচ্চতা! স্ট্রাইক রেট ২৪৩-এর ওপর। চার ওভার বাকি থাকতে একাই শেষ করে দিয়ে গেলেন গুজরাতকে। দশ ম্যাচে এবার আরসিবির সঙ্গে এখন একাসনে মুম্বই, পঞ্জাব! কঠিন পরীক্ষা সামনে এবার হার্দিকদের।

এমবাপের আরেকবার বদলি নামার রাতে শিরোপার অপেক্ষা বাড়ল পিএসজির

প্যারিস, ২৮ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে জিতলেই নিশ্চিত ফ্রেঞ্চ লিগ আঁর শিরোপা। প্রতিপক্ষও আবার অবনমন অঞ্চলের দল লে হাভ্রে। সব মিলিয়ে পিএসজির জন্য মঞ্চটা প্রস্তুতই ছিল। প্যারিসে সমর্থকেরাও হয়তো শিরোপা উৎসবের প্রস্তুতি নিয়েই মাঠে গিয়েছিল। কিন্তু ম্যাচ জিতে শিরোপা উৎসব দূরে থাক, কোনোরকমে হার এড়িয়ে মাঠ ছেড়েছে পিএসজি। হাভ্রের সঙ্গে যোগ করা সময়ের গোলে ৩-৩ ব্যবধানে ড্র করেছে তারা। এ ড্রয়ে ৩১ ম্যাচ শেষে পিএসজির পয়েন্ট এখন ৭০। ৩০ ম্যাচে দুইয়ে থাকা মোনাকোর পয়েন্ট ৫৮। এখনো কাগজে-কলমে শিরোপা জেতার সুযোগও আছে মোনাকোর। সে ক্ষেত্রে নিজেদের সব ম্যাচ জেতার পাশাপাশি পিএসজিকে সব ম্যাচ হারতে হবে। শুধু অবশ্য এটুকু করলেই হবে না। পরের চার ম্যাচ থেকে মোনাকোকে ঘুচাতে হবে পিএসজির সঙ্গে ২৯ গোলের ব্যবধানও। বোঝাই যাচ্ছে, মোনাকোর শিরোপা জেতার সম্ভাবনাটা আসলে শুধু কাগজে-কলমেই। এটিকে বাস্তবতায় রূপ দিতে একের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে হবে পিএসজি ও মোনাকোর। প্যারিসে গতকাল রাতেও এমবাপেকে বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান লুইস এনরিকে। দলের অন্যতম সেরা তারকাকে ছাড়াই প্রথমার্ধে ২-১ গোলে পিছিয়ে যায় পিএসজি। বিরতির পরই অবশ্য উসমান দেম্বেলের জায়গায় মাঠে নামানো হয় এমবাপেকে। তবে এই পরিবর্তনও ম্যাচে ফেরাতে পারেনি পিএসজিকে। উল্টো ৬১ মিনিটে পেনাল্টি গোলে ব্যবধান ৩-১ করে হাভ্রে। এরপর পিছিয়ে থাকা পিএসজির হয়ে ৭৮ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমান আশরাফ হাকিমি। আর ম্যাচে যখন পিএসজি হারের অপেক্ষায় তখন পিএসজির হয়ে সমতাসূচক গোলটি করেন গনসালো রামোস। কাগজে না জিতলেও শিরোপা যে হাতের মুঠোয় ম্যাচ শেষে সেটি জানিয়ে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, ''আজ রাতে কোনও সন্দেহ ছাড়াই আমরা লিগ জিতে নিয়েছি। গোল ব্যবধান বিবেচনায় নিয়ে আমরাই চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছি।''

বাংলাদেশকে ৪৪ রানে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত

ঢাকা, ২৮ এপ্রিলঃ বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টি২০ ম্যাচেই জিতল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। রেণুকা সিংয়ের দুরন্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে সহজেই ম্যাচ পকেটে পুড়ে নিল ভারতের প্রমিলা বাহিনী। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ৭ উইকেটে ১৪৫ রান করে ভারত। ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৩৬ রান করেন যস্তিকা ভাটিয়া। শেষে ১৭ বলে ২৩ রানের ইনিংস আসে ২০ বছর বয়সি রিচার ব্যাট থেকে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রেণুকা সিং, পুজা বস্ত্রকারদের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে যায় বাংলাদেশ। অধিনায়ক নিগার সুলতানা ছাড়া আর কেউই সেভাবে লড়াই করতে পারেননি। তিনিই একমাত্র অর্ধশতরান করে ভারতের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতের বোলারদের দাপটে ১০১ রানেই শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। ৫ ম্যাচের সিরিজে এটি ছিল প্রথম টি২০ ম্যাচ। পরের ম্যাচ মঙ্গলবার এই স্টেডিয়ামেই।

ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচকে দায়িত্ব দিল পাকিস্তান বোর্ড!

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিলঃ কোচ ক্রাইসিস মিটল পাকিস্তান ক্রিকেটে! ভারতকে দীর্ঘ ২৮ বছরের ব্যবধানে বিশ্বকাপ জেতানো কোচকে নিয়োগ করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ওয়ান ডে ফরম্যাটে একবারই বিশ্বকাপ জিতেছে পাকিস্তান। সেই ১৯৯২ সালে। এরপর থেকে হতাশাই চলছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। ভারতে অনুষ্ঠিত গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপে খেলতে আসার আগে নানা হুঙ্কারই দিয়েছিল পাকিস্তান। যদিও লিগ পর্বেই বিদায় হয়ে গিয়েছিল তাদের। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে সাদা ও লাল বলের কোচ নিয়োগ করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম বার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জেতে ১৯৮৩ সালে। এরপর অপেক্ষা বাড়ছিল। অবশেষে ২০১১ সালে ফের বিশ্বকাপ জেতে ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে। ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কোচের অবদান ভোলা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার গ্যারি কার্স্টেন ছিলেন ভারতের কোচ। তাঁর কোচিংয়েই বিশ্বকাপ জয়। সেই গ্যারি কার্স্টেনকেই ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টির জন্য কোচ করল পাকিস্তান। গ্যারি কার্স্টেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত। এ বারও গুজরাট টাইটান্সের মেন্টর তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের কোচ করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার জেসন গিলেসপিকে। চলছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথম দুই সংস্করণেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত। প্রথম বার নিউজিল্যান্ড এবং গত বার অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হারে ভারত। এ বারও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত জায়গায় রয়েছে ভারতীয় দল। পাকিস্তান গত দুই সংস্করণেই ব্যর্থ হয়েছে। ভাগ্য ফেরাতে এ বার অজি কোচকে দায়িত্ব দিল পাকিস্তান বোর্ড।

এত ছয় কী ভাবে মারেন? রিঙ্কুর মাসল পরীক্ষা করেছিল বাঁদর!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রিঙ্কু সিং মজার ছেলে সকলেই জানেন। আসর জমিয়ে রাখাই তাঁর কাজ। মাঠে হোক বা ড্রেসিংরুম সতীর্থদের মাতিয়ে রাখেন। তাঁদের সঙ্গে খুনসুটি করেন। যে কারণে কেকেআরের তারকা অনেকের খুব প্রিয়। সেই রিঙ্কুকে ২২ গজে চাপে ফেলা বোলার খুব একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু মাঠের বাইরে তাঁকে একবার শায়েস্তা করেছিল একটা বাঁদর। পেসাররাও শর্ট পিচ বলে এতটা চাপে ফেলতে পারেন না রিঙ্কু সিংকে। নাইটস ডাগআউট পডকাস্টে এ বার প্রকাশ্যে রিঙ্কুর অজানা এক গল্প। এর আগে গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে টি-২০ সিরিজ খেলতে গিয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। সেখানে এক সাক্ষাৎকারে রিঙ্কু জানিয়েছিলেন, তিনি বজরংবলীর ভক্ত। তাঁকে বাঁদর কামড়েওছে। এ বার কেকেআরের পডকাস্টে রিঙ্কু জানিয়েছেন, তাঁকে এক বার নয় মোট ৬ বার একটি বাঁদর কামড়েছে। রিঙ্কু সিংয়ের ডান হাত ভর্তি বেশ কয়েকটি ট্যাটু রয়েছে। নাইটস ডাগআউট পডকাস্টের সঞ্চালক রিঙ্কুকে প্রশ্ন করেন, 'বাঁ হাতে কী রয়েছে।' উত্তরে কেকেআরের ক্রিকেটার রিঙ্কু হেসে গড়িয়ে যেতে যেতে বলেন, ''বাঁ হাতে কিছু নেই। বাঁদরের কামড়ের দাগ আছে। ছ'বার আমাকে একটাই বাঁদর কামড়েছে।'' রিঙ্কুর এই কথা শুনে সঞ্চালক ও কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার বিরাট হাসতে থাকেন। অভিষেক প্রথমে বলেন, ''ওই বাঁদরটা নিশ্চয়ই রিঙ্কুকে ভালোবেসে ফেলেছিল।' যা শুনে হাসতে হাসতে রিঙ্কুও একই কথা বলেন। কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার এরপর বলেন, ''এই হাত দিয়েই ও এত বড় বড়

ছয় মারে। পুরো মাসল থাকলে, ওর মারা বল কোথায় যেত ভাবতে পারছো? ওই জন্যই হয়তো ঈশ্বর ঠিক করেছিল একটু মাসল বের করে নিই।'' রিঙ্কুর মাসল কম থাকার ফলেও তাঁর ব্যাটিংয়ের সময় কোনও প্রভাব পড়ে না।

আবার জোড়া গোল মেসির, মায়ামির পর এবার শীর্ষে তুললেন নিজেকে

স্টেডিয়ামের সাড়ে ৬৫ হাজার দর্শকের অনেকে তখনও থিতু হয়ে বসেননি। এর মধ্যেই ঘরের দলের গোল। দর্শকেরা উত্তাল। ধারাভাষ্যকারের চিৎকার, স্বপ্নের মতো শুরু নিউ ইংল্যান্ডের। কিন্তু প্রতিপক্ষ দলে যখন একজন লিওনেল মেসি থাকেন, দুঃস্বপ্নরা তো আনাগোণা করতেই থাকে সর্বক্ষণ! সেটিই হলো পরে। জোড়া গোল করে ইতিহাস গড়া এক কীর্তি গড়লেন মেসি। ইন্টার মায়ামির সামনে শেষ পর্যন্ত পাত্তাই পেল না নিউ ইংল্যান্ড।

ফ্লোরিডা, ২৮ এপ্রিলঃ মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ভারতীয় সময় রবিবার সকালে নিউ ইংল্যান্ডকে তাদের মাঠেই ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় ইন্টার মায়ামি। দলের সবকটি গোলেই অবদান রাখেন মেসি। দুই গোল করে চলতি মরসুমের গোল স্কোরারদের তালিকায় নিজেকে সবার ওপরে তুলে নেন মেসি। লিগে ৭ ম্যাচ খেলে তার গোল এখন ৯টি। তবে আরও বড় এক কীর্তিতে তার নাম খোদাই হয়ে যায় এই ম্যাচ দিয়ে। এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে একাধিক গোলে অবদান রাখলেন মেসি। মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে এমন কিছু আগে করতে পারেননি আর কোনও ফুটবলার। মায়ামির বাকি দুটি গোল করেন বেঞ্জামিন ক্রেমাস্কি ও লুইস সুয়ারেস। সেই দুই গোলেও ছিল মেসির ছোঁয়া। ঘরের মাঠে ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজার পরপরই এগিয়ে যায় নিউ ইংল্যান্ড। মায়ামির নিকোলাস ফ্রেইরির বাড়িয়ে দেওয়া বল ছুটে এসে নিয়ন্ত্রণে নেন নিউ ইংল্যান্ডের কার্লেস জিল। এরপর প্রতিপক্ষের দুজনের মাঝ থেকে চোখধাঁধানো লবে বল বাড়িয়ে দেন তিনি সামনে। বল ঢুকে যায় মায়ামির বক্সের ডান দিকে। সেটিকেই দুর্দান্ত এক গোলে পরিণত করেন তমাস শনকালায়। মায়ামির দুই ডিফেন্ডারকে ছিটকে দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে তিনি দুরূহ কোণ থেকে বল জালে পাঠিয়ে দেন আগুয়ান গোলকিপার ডেরেক ক্যালেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে। ঘড়ির

কাটায় সময় তখন ৩৭ সেকেন্ড। মেসির গোলে মায়ামি সমতায় ফেরে ৩২তম মিনিটে। প্রতিপক্ষের একজনকে এড়িয়ে আরও দুজনের মাঝ দিয়ে রবার্ট টেইলর বক্সের ভেতর চমৎকার পাস দেন মেসিকে। বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়ান মায়ামি অধিনায়ক। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-১ সমতায়। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় মায়ামি। ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে ভাইরাসের আক্রমণে কাবু নিউ ইংল্যান্ড ফুটবলাররা মাঠেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিছুটা। মায়ামি এগিয়ে যায় ৬৭তম মিনিটে। সেই গোলের মূল কৃতিত্ব সের্হিও বুসকেতসের। নিউ ইংল্যান্ডের বক্সের বেশ বাইরে থেকে অসাধারণ এক থ্রু বল দেন তিনি। বার্সেলোনার প্রাক্তন সতীর্থের সঙ্গে মেসির যোগাযোগটা ছিল নিখুঁত। নিউ ইংল্যান্ডের রক্ষণভাগ চোখের পলকে দেখতে পায়, বক্সের ভেতর ফাঁকায় বল পেয়ে গেছেন মেসি। কাছ থেকে বল জালে পাঠাতে কোনও সমস্যাই হয়নি তার। ৮৩তম মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করতে পারতেন মেসি। বাঁ দিক থেকে দারুণভাবে বক্সে ঢুকে পাস দেন মাতিয়াস রোহাস। ফাঁকায় থাকা মেসি খুব কাছ থেকে জোরাল শট নেন। দুর্দান্ত রিফ্লেক্সে তা ফিরিয়ে দেন নিউ ইংল্যান্ড গোলকিপার। কিন্তু ফিরতি বল অনায়াসেই জালে পাঠিয়ে দেন ক্রেমাস্কি। পাঁচ মিনিট পরই সুয়ারেসের গোল। ম্যাচের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন গোল এটিই। অবদান সেখানেও মেসির। বক্সের মাথায় আলতো করে বল দেন তিনি সুয়ারেসকে। উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড বল ধরে প্রতিপক্ষের বেশ কয়েকজনকে হতভম্ব করে শট নিয়ে নেন। ফুল লেংথ ডাইভ দিয়েও তা ঠেকাতে পারেননি গোলকিপার। লিগে সুয়ারেসের সপ্তম গোল এটি। এই জয়ে ১১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে মায়ামি। ১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সিনসিনাতি, ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নিউ ইয়র্ক রেড বুলস। পরের ম্যাচে ঘরের মাঠে মায়ামিকে সামলাতে হবে রেড বুলসের চ্যালেঞ্জ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com